পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের খুৎবাহ

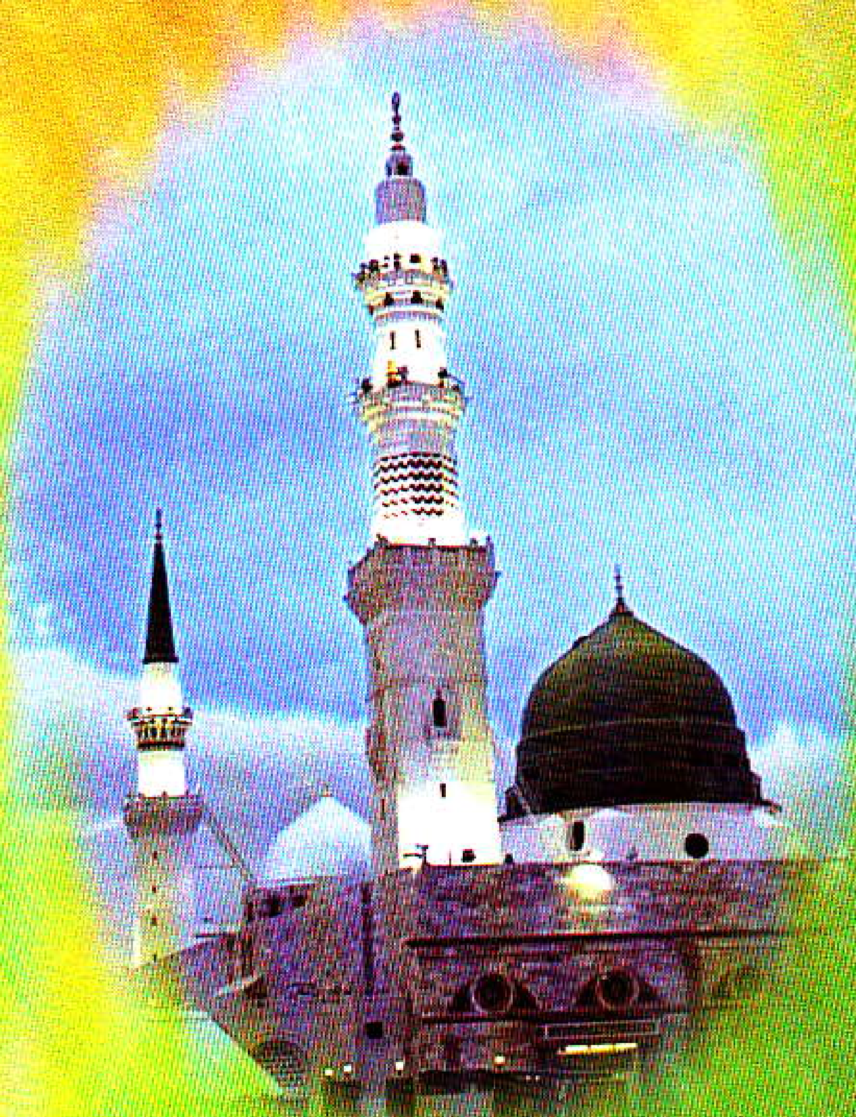

মুফতী শাহ্ মোঃ সাইফুল্লাহ

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের খুৎবাহ্

মুফ্তি শাহ্ মোঃ সাইফুল্লাহ

(ট্রিফল টাইটেল, এম,এফ ফার্স্টক্লাস)
অধ্যক্ষ
দুধল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

প্রকাশক

মুফ্তি শাহ্ মোঃ ছফি উল্লাহ
(ট্রিফল টাইটেল,দাওরায়ে হাদীস ফোর্থ ষ্টাভ)
মেঝ সাহেব জাদা, দুধল দরবার শরীফ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মুফ্তি শাহ্ মোঃ শরীয়াতুল্লাহ
(ডবল টাইটেল, অল ফার্স্ট ক্লাস)
ছোট সাহেব জাদা, দুধল দরবার শরীফ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

সহযোগীতায়

মাওলানা মোঃ ইয়াকুব আলী বোরহানী
উপাধ্যক্ষ
দুধল ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্‌রাসা
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মাওলানা মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
(ডবল টাইটেল, এম, এফ, ফোর্থ ষ্টাভ)
আরবী প্রভাষক
দুধল ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্‌রাসা
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

প্রকাশ কাল ঃ ২০০৪ ইং

আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্ সারা বিশ্বে কায়েম ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি কিতাবের মূল্য স্বরূপ ধর্মীয় সাহায্য— ৩৫/০০ টাকা।

❑ জামাতুল মুসলেমীন লাইব্রেরী ❑ দুধল মাদ্‌রাসা প্রকাশনী।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্) সম্পর্কে ও খুৎবায়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা ও শিক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন। দুধল পীর সাহেবের দরবার শরীফ,পোঃ দুধল মাদ্‌রাসা,বাকেরগঞ্জ,বরিশাল ও মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্‌রাসা, পোঃ দামপাড়া, থানাঃ নিকলী, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।

ভূমিকা

শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত ফেকাহ্ ও তাছাওউফ। ফেকাহ্ আবার দুইভাগে বিভক্ত এবাদত ও মোয়ামালাত। তাছাওউফ আবার দুইভাগে বিভক্ত মুহ্লিকাত ও মুনজিয়াত। প্রত্যেকটি আবার ১০ (দশ) ভাগে বিভক্ত। শরীয়তের মোট ৪০ (চল্লিশ) প্রকার মৌলিক মাছয়ালার মধ্যে নামাজ অন্যতম। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা ফরজ। জুমার দিন পুরুষের জন্য জোহরের স্থলে জুমার নামাজ আদায় করা ফরজ। যেই জায়গায় জুমার নামাজ আদায় করা ফরজ সেই জায়গায় জুমার নামাজ ছাড়িয়া যাহারা জোহরের নামাজ আদায় করিতেছে তাহারা জুমার নামাজ তরক করার অপরাধে দোযখ ভোগ করিবে। জুমার নামাজ আদায় করার জন্য খুৎবাহ পাঠ করা শর্ত। খুৎবাহ এর মধ্যে ইমাম সাহেব সমাজকে দ্বীনের সঠিক পথ প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত খুৎবাহ্ এর কিতাব সমূহে দ্বীনের সঠিক দিক নির্দেশনার বিরাট অভাব। সমাজের এই অভাব দূর করিবার জন্য পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সঠিক দিক নির্দেশনা সম্বলিত খুৎবাহ্ এর এই কিতাব খানা লিখা হইল। ❑ খুৎবাহ্ গুলোতে আমাদের কথার তুলনায় আল্লাহ্র কুরআনের বাণী ও নবীকুল শিরমনি রাসূল (সঃ) এর হাদীসের মূল্য যে অনেক বেশী, সেই দিকে খেয়াল করিয়া কুরআন ও হাদীসের অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের খুৎবায়ের এই কিতাব খানা লিখা হইল। বলিতে গেলে খুৎবার প্রায় সবটুকুই কুরআন এবং হাদীস থেকে চয়নকৃত। আরবী ভাষায় যাদের অভিজ্ঞতা কম তাদের জন্য খুৎবাহগুলোর অনুবাদ পড়ে দ্বীনকে পুরাপুরিভাবে বুঝিবার জন্য বিশেষ সুযোগ রয়েছে। কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ বুঝিবার সুবিধার্থে কিছু কিছু নিজস্ব "কাফিয়া" এবারত সংযোজন করা হইল। ❑ প্রত্যেক মুসলমানের দুনিয়াতে শান্তি লাভের জন্য এবং পরজগতের ভীষণ আজাব ও গযব থেকে মুক্তি পেয়ে অমর পুরী বেহেস্তে উদ্যানে যাওয়ার জন্য যে সকল বিষয় প্রয়োজন সে সকল বিষয়গুলো মৌলিকভাবে উল্লেখ করা হইল। ❑ মুসলমানগণ যাহাতে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা আকাইদ, ফিকাহ্ ও তাছাওউফের বিষয়ে ভুল পথ গ্রহণ না করে এই জন্য ঐ সকল বিষয়ে বহু কুরআনের আয়াত ও অসংখ্য হাদীস সন্নিবেশিত করা হইল। ❑ প্রতিটি খুৎবায় এক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরিয়া কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহের উদ্ধৃতি দ্বারা ওয়াজ লিখা হইল। ❑ অধিকাংশ খুৎবায়, খুৎবাহ্র শেষে খুৎবার বিষয় ভিত্তিক হাশিয়া ও টীকা আকারে অতীত যুগের নায়েবে রাসূলগণের বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃত দেওয়া হইল। ❑ অধিকাংশ খুৎবায় খুৎবার মূল বিষয় বুঝিবার জন্য খুৎবার বিষয় ভিত্তিক ম্যাপ দেওয়া হইল। ❑ প্রতিটি খুৎবায়েই মূল মাছয়ালা বুঝানোই একমাত্র উদ্দেশ্যে বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের মূল অর্থ/ মর্মার্থ ও লাজেমী অর্থ লিখা হইল। ❑ **খুৎবাহ্গুলো থেকে খতীব ইচ্ছা করলে প্রয়োজনে যে কোন খুৎবাহ মুসুল্লীদের সামনে পেশ করিতে পারিবেন।** সকল খুৎবার ছানী খুৎবাহ্ একটিই দেওয়া হইল। অত্র কিতাব খানা পাঠ করিয়া সমাজ হেদায়াতপ্রাপ্ত হইলে শ্রম স্বার্থক মনে করিব। আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

তারিখ ঃ ০১/০১/২০০৪ ইং *গ্রন্থকার-*

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى فَضِيْلَةِ حُضُوْرِ مَجْلِسِ الْعِلْمِ

দ্বীনি ইলেমের মজলিশে হাজির হওয়ার ফজিলত প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি ঐ আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি ইহ জগতে নেককার বদকার উভয়ের উপর দয়াবান, আর পর জগতে একমাত্র নেককার লোকদের উপর দয়াশীল।

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, আমরা তাঁহারই গুণকীর্তন করিতেছি এবং তাঁহারই সাহায্য চাহিতেছি ও তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। (২) এবং আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কুচক্র হইতে বাঁচিবার জন্য আল্লাহর সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ

(৩) আল্লাহ পাক যাহাকে হেদায়েত করেন কেহ তাহাকে গোমরাহ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে বান্দা নিজ ইচ্ছায় গোমরাহ হইবার জন্য দৃঢ় হইবার পর আল্লাহর যদি তাহার জন্য গোমরাহী নির্দ্ধারণ করেন তবে আর কেহ তাহাকে হেদায়েত করিতে পারে না।

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

(৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহরই বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ তায়ালা

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

কিয়ামতের পূর্বে তাঁহাকে সত্য (ইসলাম) সহ সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শক করিয়া পাঠাইয়াছেন।

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى ـ

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলকে মান্য করিল সে জ্ঞানীর কাজ করিল, আর যে ব্যক্তি তাহাদের নাফরমানী করিল সে বোকামী করিল। (ধ্বংস ডাকিয়া আনিল)

(৬) اَمَّا بَعْدُ ـ فَيَآ اَيُّهَا الْاِخْوَانُ اُحْضُرُوْا فِىْ مَجْلِسِ تَعْلِيْمِ الدِّيْنِ الْكَافَّةِ لِاَنَّ

(৬) অতঃপর, হে ভাইগন! আপনারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার মজলিশে হাজির হউন কেননা উহাতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।

فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (৭) كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمُ حُضُوْرُ مَجْلِسِ عِلْمٍ

(৭) যেমন- নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন (মূলকথা) কুরআন, হাদীস ও ফিক্বাহ্-তাছাওউফ তত্ত্বীদ কোন হক্কানী আলেম

اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفِ رَكْعَةٍ وَعِيَادَةُ اَلْفِ مَرِيْضٍ وَشُهُوْدِ اَلْفِ جَنَازَةٍ۔

নায়েবে রছুলের মজলিসে ইলম হাছিল করার নিয়তে হাজির হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এক হাজার রাকাত নামাজ, এক হাজার রোগীর সাথে সাক্ষাৎ ও এক হাজার জানাজার নামাজে শরীক হওয়ার যে বিরাট ছওয়াব ও মরতবা তার চাইতেও বেশী ছওয়াব দান করেন।

(৮) وَقَالَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ اَلنَّظْرُ اِلٰى وَجْهِ الْوَالِدِ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ اِلٰى

(৮) এবং নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন- ভক্তি সহকারে পিতা মাতার দিকে নজর করা, কা'বা ঘরের দিকে নজর করা,

الْكَعْبَةِ الْمُكَرَّمَةِ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ

কুরআন হাদীস সম্মত সহীফার দিকে নজর করা এবং শরীয়াত মোতাবেক আলেমের দিকে নজর করা ও এবাদতের শামিল।

الْعَالِمِ عِبَادَةٌ (৯) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا

(৯) এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি শরীয়াত (মোতাবেক) আলেমের সাথে

زَارَنِىْ وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا صَافَحَنِىْ وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا

সাক্ষাৎ করিল সে যেন আমি (মোহাম্মদ সঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিল। আর যে ব্যক্তি আলেমের সাথে হাত মিলাইল

جَالَسَنِىْ وَمَنْ جَالَسَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَجْلَسَهُ اللّٰهُ مَعِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সে যেন আমার হাতে হাত মিলাইল এবং যে ব্যক্তি আলেমের মজলিসে বসিল সে যেন আমার মজলিসে বসিল। এভাবে যে ব্যক্তি আমার সাথে দুনিয়ায় বসিল আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিন আমার সাথে বসাইয়া দিবেন।

(১০) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ

(১০) এবং রাসুল (সঃ) আরো ফরমাইছেন- (মূলকথা) যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তি (শিক্ষার্থী) কোন খাঁটি আলেম, নায়েবে রছুলের দরবারে

مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ اَىْ يَذْهَبُ وَيَجِىْءُ اِلٰى بَابِ الْعَالِمِ

যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তবে উক্ত ব্যক্তির (যাওয়া-এবং আসায়) প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা এক বৎসরের বিরামহীন নফল

اِلَّا يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَيَبْنِىْ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِيْنَةً فِى

বন্দেগীর সওয়াব তার আমলনামায় লিখিয়া দেন এবং বেহেস্ত উদ্যানে এক একটি শহর নির্মানের ব্যবস্থা করেন এবং উক্ত ব্যক্তি যখন জমিনের

الْجَنَّةِ وَيَمْشِىْ عَلَى الْاَرْضِ وَالْاَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهٗ وَيَمْشِىْ وَيُصْبِحُ مَغْفُوْرًا لَهٗ

উপর দিয়া হাঁটে তখন জমিনবাসী তাঁর গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার মাফযোগ্য গুনাহগুলি মাফ বলিয়া ঘোষণা হয়।

(১১) وَجَاءَ فِىْ حَدِيْثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ اِذَا مَرَّا عَلٰى

(১১) বিশ্বনবী (সঃ)এর হাদীসে আসিয়াছে-কোন শরীয়ত মোতাবেক আলেম ও তালেবে এলেম যদি কোন জনপথের (গ্রামের) উপর দিয়া

قَرْيَةٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِيْنَ

(অতিক্রম করিয়া) হাটিয়া যায়, আল্লাহ তায়ালা সেই গ্রামের কবর স্থান হইতে চল্লিশ দিনের আযাব বন্ধ করিয়া দেন।

يَوْمًا (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

(১২) নবী করিম (সঃ) বলেছেন,আল্লাহ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের ইলম দান করেন।

وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا

(১৩) এবং নবী করিম (সঃ) আরো ফরমাইয়াছেন– যে ব্যক্তি দ্বীনি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য পথের অনুসন্ধান করবে,

يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ

আল্লাহতায়ালা উহার দ্বারা তারজন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন এবং যখনই কোন একটি দল/সম্প্রদায় আল্লাহর

بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ

ঘর সমূহের মধ্যে কোন একটি ঘর (মসজিদ, বা অনুরূপ স্থানে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যায়ন করে এবং

عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ

পরস্পরে উহার আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের উপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হতে থাকে, রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। ফেরেস্তাগন রহমতের চাদর দ্বারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং আল্লাহ তায়ালা সেই সমস্ত লোকদের প্রসঙ্গে তার দরবারে উপস্থিত ফেরেস্তাদের নিকট আলোচনা করেন।

فِيْمَنْ عِنْدَهٗ (১৪) فَيَاۤ اَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ تَعَلَّمُوْا الدِّيْنَ الْكَافَّةَ بِاتِّخَاذِ

(১৪) অতঃপর হে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী-আপনারা নায়েবে রাসুল গ্রহণ করে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা করুন।

نَائِبِ الرَّسُوْلِ (১৫) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا اَنْ نَحْضُرَ فِىْ مَجْلِسِ عِلْمِ الدِّيْنِ الْكَافَّةِ

(১৫) হে আল্লাহ আমাদিগকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মজলিসে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করুন।

(১৬) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ-اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

(১৬) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয়

الرَّجِيْمِ (১৭) وَيَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

প্রার্থনা করিতেছি। (১৭) আল্লাহ পাক মুমিন বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং যাদেরকে ইলমে দ্বীনের অধিকারী করা হয় তাদেরকে তিনি বহু মর্যাদায় ধন্য করেন।

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى فَضِيْلَةِ تَعَلُّمِ عِلْمِ الدِّيْنِ

দ্বীনি ইলেম শিক্ষার ফজিলত প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-

(৬) اَمَّا بَعْدُ- فَيَاۤ اَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ تَعَلَّمُوا الدِّيْنَ الْكَافَّةَ لِاَنَّ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

(৬) অতঃপর, হে উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী আপনারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা করুন,কেননা উহাতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।

(৭) كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْئَلَةً وَاحِدَةً

(৭) যেমন- রসুল (সঃ) বলেছেন- ঈমানদার ব্যক্তির জন্য একটি মাছয়ালা শিক্ষা করা এক বছরের এবাদত

يَتَعَلَّمُهَا الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (৮) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

বন্দেগীর চেয়েও উত্তম। (৮) এবং রাসুল (সঃ) বলেছেন- নিশ্চয়ই ফেরেশতাগন, দ্বীনি এলেম (শিক্ষার্থীদের)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّ الْمَلٰۤئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ

অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা (পাখা) সমূহ বিছাইয়া দেন। এছাড়াও যারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম তাঁদের জন্য

يَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاۤءِ

আসমানে ও জমীনে যারা আছেন সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করে থাকেন এমনকি গভীর পানির মাছ সমূহ ও আলেমের জন্য দোয়া করেন।

৮ মেশকাত শরীফ

(৯) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ

(৯) নবীকুল শিরোমনি বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফেরেশ্তাগন এবং আসমান ও জমীনের অধিবাসীরা এমনকি গর্তের

وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ

পিপিলিকা সমূহ এবং গভীর জলের মাছ তাদের জন্য দোয়া করে, যারা মানুষদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (১০) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

(১০) এবং রাসুল (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার জন্য ঘর হতে বের হইল। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঘরে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ

ফিরে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকবে।

(১১) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى

(১১) নবী করিম (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি দ্বীনি এলেম শিক্ষা করবে উহা তাঁর পূর্বের গুনাহ (ছগীরা) সমূহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

(১২) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ

(১২) নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন- ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম শিখতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়

الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ

যদি কারও মৃত্যু হয় তাহলে তার ও নবীগণের মধ্যে জান্নাতে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে।

(১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيْضًا مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ

(১৩) রাসুল (সঃ) আরো বলেছেন- ইলমে দ্বীন শিক্ষায় রত থাকা অবস্থায় যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কবরে দুইজন ফেরেশ্তা

فِىْ قَبْرِهٖ مَلَكَيْنِ فَيُعَلِّمَانِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَالِمًا عَارِفًا

প্রেরণ করেন অতপর দীর্ঘ কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে উক্ত দুইজন ফেরেশ্তা (অর্থাৎ উক্ত দুইজন ফেরেস্তার তত্ত্বাবধানে অতীত কালে ইন্তেকালকৃত একজন নবী ও আর একজন নায়েবে নবীর রুহ্) রুহানী অবস্থায় বাকী ইলম শিক্ষা দিতে থাকিবেন এবং হাশরের মাঠে তাকে একজন রব্বানী আলেম হিসাবে উঠাবেন।

(১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا

(১৪) রাসূল (সঃ) বলেছেন- রাত্রে কিছু সময় (দ্বীনি) ইল্ম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করা, সারা রাত্রি জেগে থাকা (ও ইবাদতে ব্যয় করা) হতে উত্তম।

১০-১১,১২,১৪ মেশকাত শরীফ

(১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَوْتُ قَبِيْلَةٍ اَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

(১৫) এবং নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন– একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে একটি বংশের মৃত্যু শ্রেয়।

(১৬) وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِلْعُلَمَاءِ دَرْجَاتٌ فَوْقَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(১৬) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন– সাধারণ মুমিনের চেয়ে আলেমের মর্যাদা ৭০০ স্তর উর্দ্ধে,

بِسَبْعِمِاْئَةِ دَرْجَةٍ مَابَيْنَ الدَّرْجَتَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِاْئَةِ عَامٍ

এক দরজা হতে অন্য দরজার দূরত্ব ৫০০ বছরের রাস্তা।

(১৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى

(১৭) এবং রাসুল (সঃ) বলেছেন– প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর এলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজে আইন।

كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ (১৮) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْضًا

(১৮) রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন– তুমি আলেম হও অথবা আলেমের নিয়মিত ছাত্র হও অথবা শ্রবণকারী ছাত্র হও

كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَاتَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ

ইহাতে যদি অপারগ হও তাহলে আলেমকে মহব্বত কর পঞ্চম ব্যক্তি হওনা। ইহার বাহিরে গেলে জাহান্নামি হবে।

(১৯) فَيَا اَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ تَعَلَّمُوْا الدِّيْنَ الْكَافَّةَ بِاِتِّخَاذِ نَائِبِ الرَّسُوْلِ

(১৯) অতঃপর হে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীঃ আপনারা নায়েবে রাসুল গ্রহণ করে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা করুন।

(২০) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا اَنْ نَتَعَلَّمَ الدِّيْنَ الْكَافَّةَ بِاِتِّبَاعِ نَائِبِ الرَّسُوْلِ الْحَقِّ

(২০) হে আল্লাহ আমাদিগকে খাঁটি নায়েবে রাসুল গ্রহণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার তৌফিক দান করুন।

(২১) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(২১) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে

(২২) وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২২) যাকে ইলমে দ্বীন দান করা হয়েছে তাকে প্রভুত পর্যাপ্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

১৫,১৬ এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন, ১৭ মেশকাত শরীফ, ১৮ জখিরায়ে কেরামত

اَلْخُطْبَةُ عَلَى الدِّيْنِ الْكَافَّةِ

পরিপূর্ণ দ্বীন সম্পর্কে খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا (٣) مَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

(٤) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(٥) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-

(٦) اَمَّا بَعْدُ -فَيَاۤ اَيُّهَا الْاِخْوَانُ فِى الدِّيْنِ- اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

৬। অতঃপর হে দ্বীনি ভাইয়েরা! আপনারা ইসলামের ভিতরে পূর্ণভাবে দাখিল হও।

(٧) لِاَنَّ الْفَوْزَ وَ الْفَلَاحِيَّةَ فِى الدَّارَيْنِ مَوْقُوْفَةٌ عَلٰى كَافَّةِ الدِّيْنِ-

(৭) কেননা দুনিয়া-আখেরাতে মুক্তি ও সফলতা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের উপর নির্ভরশীল।

(٨) كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ فُرْقَانِهِ الْحَمِيْدِ-وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(৮) যেমন আল্লাহ-তায়ালা বলেছেন-তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা মোমেন হও।

(٩) وَلٰكِنَّ مُسْلِمِىْ الْيَوْمَ صَارُوْا خَاسِرِيْنَ مُذِلِّيْنَ بِاَنَّهُمْ مُؤْمِنُوْنَ

(৯) কিন্তু বর্তমান মুসলমান ক্ষতিগ্রস্থ-অপদস্থ অবস্থায়, যেহেতু তারা আংশিক মোমেন এবং তাদের উপর

نَاقِصُوْنَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ (١٠) فِى الْحَقِيْقَةِ الْاِعْلَاءُ وَالْفَلَاحِيَّةُ

আল্লাহ গোস্বা হইয়াছেন। (১০) প্রকৃতপক্ষে উন্নতি এবং সফলতা পূর্ণাঙ্গ মোমেনের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে।

তোমরা লোকদের মধ্যে যখন ফয়সালা করবে তখন সুবিচারের সাথে করবে;

وُعِدَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْكَامِلِيْنَ الَّذِيْنَ دَخَلُوْافِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّهُمْ عَامِلُوْنَ

যারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে প্রবেশ করিয়াছে এবং আমল করে।

(১১) فَهَلْ تَعْلَمُوْنَ مَا هِيَ الدِّيْنُ الْكَافَّةُ اَمْ تُرِيْدُوْنَ-

(১১) আপনারা কি জানুন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কি? না,জানিতে ইচ্ছা রাখুন?

(১২) فَاعْلَمُوْا اَنَّ الدِّيْنَ الْكَا فَّةَ مُنْحَصِرَةٌ فِيْ ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ مِنْ

(১২) তাহলে জেনে রাখুন- নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তিন ভাগ মাছয়ালার মধ্যে সীমাবদ্ধ

مَّسَائِلِ الدِّيْنَ- صِحَّةُ الْاِعْتِقَادِ وَ حُسْنُ الْمُعَاشَرَاتِ وَتَهْذِيْبُ النَّفْسِ

আর তা হলো (১) আকাইদ (২) তাছাওউফ (ইলমে ক্বলব) (৩) ফিক্বাহ্ (শরীয়াতে জাহেরা)।

(১৩) كَمَا جَاءَ فِيْ تَفْسِيْرِ الْبَيْضَاوِيْ فِيْ تَفْسِيْرِ الْاٰيَةِ الْكَرِيْمَةِ لَيْسَ

(১৩) যেমন তাফসিরে বায়জাবীর প্রথম খন্ডের সূরা বাকারার لـيـس الـبـــــر (শুধু মাত্র পূর্ব ওপশ্চিম

الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (اَلْاٰيَةَ)

দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়াতেই পূণ্য নয়) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে-

(১৪) مُنْحَصِرَةٌ فِيْ ثَلَاثَةِ اَشْيَاءٍ صِحَّةُ الْاِعْتِقَادِ وَ حُسْنُ الْمُعَاشَرَاتِ

(১৪) শরীয়তের আইন বিধান তিন বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ আকাইদ, ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ।

وَتَهْذِيْبُ النَّفْسِ (১৫) وَقَدْجَاءَ فِيْ حَاشِيَةِ الْمُسْلِمِ الشَّرِيْفِ-

(১৫) মুসলিম শরীফের হাশীয়াতে এসেছে- তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।

اِنَّ الدِّيْنَ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَا ثَةِ اَجْزَاءٍ-(১৬) وَكَمَا قَالَ صَاحِبُ تَفْسِيْرِ

(১৬) তাফসীরে রুহুল বয়ানের গ্রন্থকার বলেছেন-

رُوْحِ الْبَيَانِ اَلْعِلْمُ اَلَّذِيْ هُوَ فَرْضٌ لَازِمٌ ثَلَاثَةُ اَنْوَاعٍ-

যে ইলম শিক্ষা করা অনস্বীকার্য, উহা তিন ভাগে বিভক্ত।

(١٧) وَاللّٰهُ تَعَالٰى رَبُّ الْعَالَمِيْنَ بَعَثَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ بِالدِّيْنِ الْكَافَةِ الَّتِىْ

(১৭) আল্লাহ বিশ্ব নবী (সঃ) কে তিন ভাগ মাছালার সমন্বয় পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন।

مُنْحَصِرَةٌ فِىْ ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ مِّنْ مَّسَائِلِ الدِّيْنِ (١٨) كَمَا اَعْلَنَ فِىْ فُرْقَانِهٖ

(১৮) যেমন- তিনি প্রশংসিত কুরআনে ঘোষণা করেছেন- তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।

الْحَمِيْدِ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করে আকাঈদ দুরস্ত করবেন এবং অন্তর সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে অন্তরকে পবিত্র করবেন

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ

এবং ফিক্বাহর মাসালা সমূহ শিক্ষা দিবেন। এই তিনভাগ ওয়ালা রাসূল আসার পূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

(١٩) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا اَنْ نَدْخُلَ فِى السِّلْمِ كَافَّةً

(১৯) হে আল্লাহ আমাদেরকে- নায়েবে রাসুল ধরিয়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে

بِاتِّخَاذِ نَائِبِ الرَّسُوْلِ كَمَا اَمَرْتَ فِىْ كِتَابِكَ

দাখিল হওয়ার তৌফিক দান করুন। যেভাবে আপনি আপনার কোরআনে হুকুম দান করেছেন।

(٢٠) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(২০) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে

(٢١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২১) হে বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা, আল্লাহকে সঠিকভাবে ভয় কর এবং তোমরা পূর্ণ মুসলমান না হইয়া আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ শিক্ষা না করিয়া মরিয়া যাইও না।

টীকা

হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) এর জখিরায় কেরামতের জাদুত্তাকওয়া খন্ডে হাদীসে জিব্রাঈলের ব্যাখ্যায় লিখা আছে-

جان لوکہ دین کی بنیاد اور اسکا کمال فقہ پر اور کلام پر جسکو علم عقائد کہتی
ہین اور تصوف پرہے

মূল কথা ঃ তোমরা ভালোরূপে জানিয়া রাখ,ধর্মের ভিত্তি পূর্ণতা আকাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বার উপর নির্ভরশীল।

হে ঈমানদারগণ! ইসলামের ভিতরে পূর্ণভাবে দাখিল হও (আল কুরআন) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ (আল হাদীস)

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম

ফিক্বাহ্
(দেহ সম্পর্কীয় ধর্মীয় বিদ্যা)
(শরীয়াতে জাহেরা)

ঈমান
(আক্বাইদ)

ইল্‌মে ক্বল্‌ব
(ইলমে তাছাওউফ)
(অন্তর শুদ্ধির বিদ্যা)

ইবাদত	মোয়া'মালাত	মুহ্‌লিকাত	মুন্‌জিয়াত
আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক-যুক্ত বিষয়ের ইল্‌ম	মানুষ ও অন্যান্য মখলুকাতের (বিশ্ব জগতের) মধ্যে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান ব্যবহার, হক আদায় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় ইল্‌ম	মানবতা বিধ্বংশী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তর জাত কু-রিপু সম্পর্কীয় ইল্‌ম	পরিত্রাণকারী মহৎ গুনাবলী সম্পর্কীয় ইল্‌ম
আল্লাহ্‌র হক	**সৃষ্টির হক**	**অসৎ স্বভাব বর্জন**	**সৎস্বভাব অর্জন**
১। ইল্‌ম (বিদ্যা) (শিক্ষা এবং প্রচার গং)	১। খানাপিনা (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	১। কিব্‌র (অহংকার) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)	১। তাওবাহ্ (জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ হইতে ফিরিয়া থাকা)
২। আক্বাইদ (ঈমান সম্পর্কীয় ইলম)	২। নিক্বাহ্, পর্দা	২। হাছাদ (হিংসা) (চারটি ধারা, সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	২। ছবর (ধৈর্য্য) (তিনটি বিশেষ স্তর আছে)
৩। ত্বহারাত (জাহেরী এবং বাতেনী মোট চার প্রকার ত্বহারাত)	৩। রোজগার (উপার্জন সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৩। বোগ্‌জ (অন্তরে অন্তরে শত্রুতা) (চারটি ধারা, সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৩। শোকর (দেল, চক্ষু, কর্ণ, শক্তি, মাল গং মাধ্যমে শোকর আদায়)
৪। নামাজ (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৪। হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ সম্পর্কীয় ইলম)	৪। গজব (রাগ-গোস্বা) (চারটি ধারা, সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৪। তাওয়াক্কুল (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৫। যাকাত (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৫। দুস্তি-ছোহবাত (জিহাদ)	৫। গীবত (অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা) (হারাম, মুবাহ্, ওয়াজিব)	৫। ইখলাছ (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৬। রোজা (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৬। নির্জন বাস (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৬। হের্‌ছ (লোভ লালসা)	৬। খাওফ (আল্লাহ্‌কে ভয় করা)
৭। হজ্জ (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৭। ছফর (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৭। কেজ্‌ব (মিথ্যা কথা বলা)	৭। রজা (ক্ষমা ও বেহেস্তের আশা)
৮। তেলাওয়াতে কুরআন (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	৮। পিতা-মাতা সন্তান গং হক (সম্পর্কীয় ইলম)	৮। বোখল (শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করতে দেলে না চাওয়া) ইসলামী অর্থনীতি মোতাবেক মাল খরচের তিনটি বিশেষ ধারা আছে)	৮। মুহাব্বত ১। আল্লাহ্, ২। রাছুল (সঃ), ৩। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এই তিন জিনিসের মুহাব্বত। (সবচেয়ে বেশী হতে হবে)।
৯। জিকির ও দোয়া (সম্পর্কীয় ইলম)	৯। আত্মীয় স্বজন ইয়াতীম, মিছকীন, প্রতিবেশী, পথিক, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, রাজনীতি গং ও অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টির হক (জীবন বিধান)	৯। রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী) (রিয়া ৬ প্রকার, ইহার প্রকাশ [illegible])	৯। মোরাকাবা (সম্পর্কীয় ইলম)
১০। তারতীবুল আওরাদ (দৈনন্দিন কর্তব্য কার্যের ধারাবাহিক সময় নিরুপন সম্পর্কীয় ইলম)	১০। পীর (মোর্শেদ) ও মুরীদের হক (ওস্তাদ-ছাত্রের হক সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	১০। গুরুর বা মোগালাতা (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)	১০। মোহাছাবা (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের হিসাব গ্রহণ)

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى اَرْبَعِيْنَ مَسْئَلَةً فِى الدِّيْنِ
দ্বীনের চল্লিশ মাছ্য়ালা প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى

(৬) اَمَّابَعْدُ- فَيَآيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ فِى الدِّيْنِ اَرْبَعِيْنَ مَسْئَلَةً

(৬) অতঃপর হে উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী জেনে রাখুন! ধর্মের মাছয়ালা মোট ৪০টি আপনারা উহা সবগুলোই শিক্ষা করুন। (৭) যেমনঃ- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

فَتَعَلَّمُوْهَا كُلًّا تَامًّا (৭) كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

(হে রাসূল) আপনি ঐ সকল লোকদিগকে সু-সংবাদ শুনাইয়া দিন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং আমলে ছালেহাত করিয়াছে (অর্থাৎ আমলে জাহেরী ফিকাহ্

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ-

ও আমলে বাতেনী তাছাওউফ উভয় প্রকারের নেক আমল করিয়াছে) তাহাদের জন্যই মনোরম বেহেস্ত রহিয়াছে, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত।

(৮) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَيْضًا وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ-

(৮) আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেছেন-তোমরা জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ্ সমূহ ছেড়ে দাও। (গুনাহ্ যখন দুই ধরনের হয় তখন ভাল কাজও

(৯) وَكَمَا جَاءَ فِىْ اِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ -اِعْلَمْ اَنَّ عُلُوْمَ الْمُعَامَلَةِ الَّتِىْ

দুই ধরনের হবে) শরীরের ও অন্তরের। (৯) যেমন এহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাবে এসেছে জানিয়া রাখুন! যে এলেমের দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী

يُتَقَرَّبُ بِهَا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى تَنْقَسِمُ اِلٰى ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ-

হওয়া যায়, উহা ২ ভাগে বিভক্ত জাহের এবং বাতেন। (অর্থাৎ ফেকাহ্ ও তাছাওউফ)

(১০) فَالظَّاهِرَةُ قِسْمَانِ مُعَامَلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهِيَ

(১০) অতঃপর আমলে জাহেরী (ফেকাহ্) আবার ২ ভাগে বিভক্ত এক ভাগ হল আল্লাহও বান্দার সাথে সম্পর্ক যুক্ত কর্মানুষ্ঠান যাহাকে পরিভাষায়

الْعِبَادَةُ وَمُعَامَلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْخَلْقِ وَهِيَ الْمُعَامَلَاتُ-

এবাদত বলা হয়। আর এক ভাগ হল বান্দাহ এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান যাকে পরিভাষায় মোয়া'মালাত বলা হয়।

(১১) وَالْبَاطِنَةُ اَيْضًا قِسْمَانِ مَا يَجِبُ تَخْلِيَةُ الْقَلْبِ عَنْهُ مِنَ الصِّفَاتِ

(১১) আমলে বাতেনী (তাছাওউফ)ও দুইভাগে বিভক্ত।একভাগ হল অন্তরে কতগুলো কুরিপু আছে যা থেকে অন্তরকে

الْمَذْمُوْمَةِ وَهِيَ الْمُهْلِكَاتُ وَمَا يَجِبُ تَزْكِيَةُ الْقَلْبِ بِهٖ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَحْمُوْدَةِ

পবিত্র রাখা, যাকে পরিভাষায় মুহ্লিকাত বলা হয়। আর এক ভাগ হলো অন্তরের কতগুলো সৎ স্বভাব যা অন্তরে প্রবেশ

وَهِيَ الْمُنْجِيَاتُ-(১২) وَقَالَ الْاِمَامُ غَزَالِيْ وَقَدْ اَسَّسْتُهٗ عَلٰى اَرْبَعَةِ

করাইতে হবে। যাকে পরিভাষায় মুনজিয়াত বলা হয়। (১২) ইমাম গাজজালী (রহঃ) বলেছেন- আমি এহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাবে চারখন্ডে ৪০ প্রকার মাছয়ালা

اَرْبَاعٍ رُبْعُ الْعِبَادَاتِ وَرُبْعُ الْمُعَامَلَاتِ وَرُبْعُ الْمُهْلِكَاتِ وَرُبْعُ الْمُنْجِيَاتِ

লিপিবদ্ধ করেছি। চারভাগের এক ভাগ এবাদত, চারভাগের একভাগ মোয়ামালাত, চারভাগের একভাগ মুহ্লিকাত, চারভাগের এক ভাগ মুনজিয়াত।

(১৩) وَاَمَّا الْعِبَادَاتُ فَهِيَ عَشَرَةُ كُتُبٍ كِتَابُ الْعِلْمِ-كِتَابُ الْعَقَائِدِ-

(১৩) এবাদত দশটি হলো- ইলম, আক্বাইদ,

كِتَابُ الطَّهَارَةِ-كِتَابُ الصَّلٰوةِ - كِتَابُ الزَّكٰوةِ - كِتَابُ الصِّيَامِ -

ত্বহারাত, নামাজ, যাকাত, রোজা,

كِتَابُ الْحَجِّ - كِتَابُ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ - كِتَابُ الْاَذْكَارِ وَالدَّعْوَاتِ وَكِتَابُ

হজ্জ, তেলায়াতে কুরআন, জিকির ও দোয়া,

تَرْتِيْبُ الْاَوْرَادِ فِي الْاَوْقَاتِ(১৪) وَاَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَهِيَ عَشَرَةُ كُتُبٍ

ও তারতীবুল আওরাদ। (১৪) আর মোয়ামালাত দশটি হলো-

كِتَابُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ- كِتَابُ النِّكَاحِ - كِتَابُ الْكَسْبِ -كِتَابُ

খানা-পিনা, নিকাহ্, রোজগার, হালাল-হারাম,

الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ- كِتَابُ الْمُصَادَقَةِ وَالصُّحْبَةِ - كِتَابُ الْخَلْوَةِ -كِتَابُ

দুস্তি-ছোহবাত, নির্জন বাস, ছফর, পিতা- মাতা, সন্তান,

السَّفَرِ- كِتَابُ حُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَوْلَادِ - حُقُوْقِ الْجَارِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম মিছকিন গং হক,

وَحُقُوْقِ الشَّيْخِ وَمُرِيْدِهٖ - (١٥) وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهِىَ عَشَرَةُ كُتُبٍ-

পীর ও মুরীদের হক। (১৫) আর মুহলিকাত দশটি হলো

كِتَابُ الْكِبْرِ-كِتَابُ الْحَسَدِ-كِتَابُ الْبُغْضِ- كِتَابُ الْغَضَبِ-كِتَابُ

– কেবর, হাছাদ, বোগজ, গজব, গীবত,

الْغِيْبَةِ-كِتَابُ الْحِرْصِ-كِتَابُ الْكِذْبِ- كِتَابُ الْبُخْلِ- كِتَابُ الرِّيَاءِ

হেরছ, কেজব, বোখল্, রিয়া, গুরুর।

وَكِتَابُ الْغُرُوْرِ- (١٦) وَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَهِىَ عَشَرَةُ كُتُبٍ-كِتَابُ التَّوْبَةِ-

(১৬) আর মুনজিয়াত দশটি হলো– তাওবাহ,

كِتَابُ الصَّبْرِ-كِتَابُ الشُّكْرِ-كِتَابُ التَّوَكُّلِ-كِتَابُ الْاِخْلَاصِ-كِتَابُ الْخَوْفِ-

ছবর, শোকর, তাওয়াককুল, ইখলাছ, খাওফ, রজা, মুহব্বত, মোরাকাবা, মোহাছাবা।

كِتَابُ الرَّجَاءِ-كِتَابُ الْمُحَبَّةِ- كِتَابُ الْمُرَاقَبَةِ وَكِتَابُ الْمُحَاسَبَةِ (١٧) قَالَ رَسُوْلُ

(১৭) রাসুল (সঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য (তাহাদের উপকারার্থে) দ্বীনের

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ

চল্লিশটি বিষয় আয়ত্ব করেছে (মুখস্থ করেছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কবর হতে

اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَّكُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا-

ফকীহ্ রূপে (ধর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া) উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও স্বাক্ষী হব।

বিস্তারিত জানার জন্য শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম কিতাব পাঠ করুন।

(১৮) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْضًا مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ

(১৮) হযরত (সঃ) আরো বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা আমার আনীত ধর্মের চল্লিশটি বিষয় আয়ত্ব

حَدِيْثًا مِّنَ السُّنَّةِ حَتّٰى يُؤَدِّيَهَا اِلَيْهِنَّ كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا وَّشَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

করিবে এবং তদানুযায়ী আমল করিবে। কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হইব।

(১৯) وَجَاءَ فِىْ حَدِيْثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مَنْ حَمَلَ مِنْ اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا

(১৯) বিশ্বনবীর হাদীসে আসিয়াছে আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা দ্বীন সংক্রান্ত ৪০ বিষয় আয়ত্ব করিবে সে কিয়ামতের

لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْهًا عَالِمًا - (২০) قَالَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ

দিন ফকীহ্ আলেম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করিবে(২০)নবী(সঃ) বলেছেন—আমার উম্মতের পদ স্খলনের সময়

وَالتَّسْلِيْمِ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ -

(দ্বীন ধ্বংশের সময়) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে (দ্বীনকে) মজবুত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবে তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রহিয়াছে।

(২১) فَيَا اَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ تَعَلَّمُوْا هٰذِهِ الْاَرْبَعِيْنَ فِىْ مَسْئَلَةِ الدِّيْنِ اَنْفُسَكُمْ

(২১) হে উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী! আপনারা নিজেরা এই চল্লিশ প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা করুন এবং আপনাদের পরিবার

وَعَلِّمُوْهَا اَهْلِيْكُمْ اَجْمَعِيْنَ (২২) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

পরিজনদেরকেও শিক্ষা প্রদান করুন।(২২) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (২৪) يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى

-আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।(২৩) হে মুমিনগণ!

السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি প্রবিষ্ট হয়ে যাও এবং শয়তানের অনুস্বরণ কর না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

- ❑ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে স্বাস্থ্যকে, দরিদ্র হওয়ার পূর্বে ধনকে কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে অবসর হায়াতকে, মৃত্যুর পূর্বে অবসরকে মূল্যবান জান (আল হাদীস)।
- ❑ যে ব্যক্তি তাহার সমস্ত চিন্তা চেতনাকে একমাত্র দ্বীনের (উদ্দেশ্যে) জন্য ব্যয় করে (খাটায়) তাহার দুনিয়ার সমস্ত (উদ্দেশ্যের) বিষয়ের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (আল হাদীস)।
- ❑ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কাহাকেও ভালবাসা এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কাহাকেও শত্রু জানা সবচেয়ে উত্তম কাজ। (আল হাদীস)।

১৭ ও ২০ মেশকাত শরীফ, ৯, ১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫১৬,১৮,১৯ এহইয়ায়ে উলুমিদ্দিন

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى اَنَّ تَعَلُّمَ عِلْمِ التَّصَوُّفِ فَرْضُ عَيْنٍ

ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন প্রসঙ্গে খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى

(৬) اَمَّا بَعْدُ - فَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ عَلٰى تَعَلُّمِ عِلْمِ

(৬) অতঃপর হে মুসলমান সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদেরকে ইলমে তাছাওউফ শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করুক।

التَّصَوُّفِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ - (৭) اَلَا اِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ لَا يَعْلَمُوْنَ

(৭) সাবধান! নিশ্চয়ই কিছু নামধারী আলেম ইলমে তাছাওউফতো জানেই না বরং উহা অস্বীকার

التَّصَوُّفَ بَلْ هُمْ مُنْكِرُوْنَ وَبَعْضُهُمْ فِى التَّصَوُّفِ مُسْتَحَبٌّ زَاعِمُوْنَ-

করে এবং কিছু সংখ্যক নামধারী আলেম ইলমে তাছাওউফ কে মুস্তাহাব ধারনা করে।

(৮) وَفِى الْحَقِيْقَةِ اَنَّ تَعَلُّمَ عِلْمِ التَّصَوُّفِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

(৮) প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক মোসলমান নরনারীর উপর আবশ্যক পরিমাণ ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন।

وَّمُسْلِمَةٍ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ لِلدِّيْنِ - (৯) كَمَا جَاءَ فِيْ كِتَابِ الشَّامِيْ

(৯) যেমন- শামি কিতাবের ১ম খন্ডের ৪০ পৃষ্টায় এসেছে-

اَلْمُجَلَّدِ الْاَوَّلِ فِىْ صَفْحَةِ اَرْبَعِيْنَ- اِعْلَمْ اَنَّ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ يَكُوْنُ فَرْضَ

ফিকাহের ইলম শিক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক পরিমান ফরজে আইন তদ্রূপ তাছাওউফের

عَيْنٍ وَهُوَ بِقَدْرِ مَايَحْتَاجُ لِدِيْنِهٖ - فِىْ الْفِقْهِ وَعِلْمِ الْقَلْبِ

ইলম ও আবশ্যক পরিমান শিক্ষা করা ফরজে আইন।

(১০) وَكَمَا جَاءَ فِىْ اِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ-فَالْعِلْمُ بِحُدُوْدِ هٰذِهِ

(১০) যেমন- এহ্ইয়াও উলুমুদ্দীনে এসেছে- অন্তরের আখলাক বা স্বভাবগুলির পরিচয় তত্ত্ব, আছবাব সমূহ (অন্তরে উৎপত্তির কারণ সমূহ),

الْاُمُوْرِ وَحَقَائِقِهَا وَاَسْبَابِهَا وَثَمَرَاتِهَا وَعِلَاجِهَا هُوَ عِلْمُ

ফলাফল সমূহ এবং এ'লাজ বা চিকিৎসার ইলম, ইহা পরজগতের ইলম এবং এই ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন।

الْاٰخِرَةِ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ-فِىْ فَتْوٰى عُلَمَاءِ الْاٰخِرَةِ -فَالْمُعْرِضُ

ইহার উপর (আজ থেকে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে) ধর্মীয় আলেমগনের ফতোয়া হয়ে গিয়েছে। অতএব যারা উক্ত ইলম শিক্ষা না করে বরং

عَنْهَا هَالِكٌ بِسَطْوَةِ مَلِكِ الْمُلُوْكِ فِىْ الْاٰخِرَةِ

উহা হতে মুখ ফিরিয়ে থাকবে তারা রাজাধিরাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গজবে পরজগতে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

(১১) وَكَمَا جَاءَ فِىْ الشَّامِىْ اَلْمُجَلَّدِ الْاَوَّلِ فِىْ صَفْحَةِ اَرْبَعِيْنَ-اِنَّ عِلْمَ

(১১) যেমন- শামি কিতাবের ১ম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় আরও এসেছে- নিশ্চয়ই ইখলাছ, ওজবো, হাছাদ, রিয়া ইত্যাদি অন্তরের সৎ ও অসৎ স্বভাব সমূহের

الْاِخْلَاصِ وَالْعُجْبِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ فَرْضُ عَيْنٍ (১২) وَكَمَا جَاءَ فِىْ جَامِعِ

ইলম অর্থাৎ ইলমে কূলব বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরজে আইন। (১২) যেমন- জামেউল উসূল

الْاُصُوْلِ اِعْلَمْ اَنَّ الْعِلْمَ الْبَاطِنَ الَّذِىْ هُوَ مِنْ اَعْظَمِ الْمُنْجِيَاتِ فَرْضُ عَيْنٍ

কিতাবে এসেছে- জানিয়া রাখুন! ইলমে তাছাওউফ মুক্তির প্রধান পথ, উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

(১৩) وَكَمَا جَاءَ فِىْ التَّفْسِيْرِ الْمُظْهَرِىْ-اَمَّا الْعِلْمُ اللَّدُنِّىُّ الَّذِىْ يُسَمُّوْنَ

(১৩) যেমন- তাফসীরে মাজহারীতে এসেছে- যেই ইলমে লাদুন্নীর অধিকারীগণকে সম্মানীত ছুফী নামে অভিহিত

বিস্তারিত জানার জন্য তাছাউফ শিক্ষা ১৫ খন্ড পাঠ করুন

اَهْلُهَا بِالصُّوْفِيَةِ الْكِرَامِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ (১৪) وَكَمَاوَرَدَ فِىْ الْخَبَرِ -

করা হয় উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।(১৪) হাদীস শরীফে বর্নিত হয়েছে হে আমার উম্মতগণ! তোমরা সাবধান হও।

اَلَااِنَّ فِىْ الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ

নিশ্চয় মানুষের শরীরের মধ্যে এক টুকরো গোস্ত আছে, যখন ঐ গোস্তের টুকরাটা ভাল হয় তখন সর্ব শরীরটাই ভাল হয়ে যায়। আর যখন ঐ গোস্তের টুকরাটা নষ্ট

فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ (১৫) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ

হয়ে যায় তখন সর্ব শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান! ঐ গোস্তের টুকরাটা হল কলব অর্থাৎ অন্তর। (১৫) আল্লাহ তায়ালা প্রশংসিত কুরআনে এরশাদ করেছেন,

فُرْقَانِهِ الْحَمِيْدِ - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْخَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

যাহারা আত্মশুদ্ধি বা তাছাওউফ অর্জন করিবে নিশ্চয় তাহারা দোজাহানের কামিয়াবী ও বেহেস্ত উদ্যান লাভ করিবে। আর যাহারা অন্তরকে কলুষিত রাখিবে অর্থাৎ তাছাওউফ অর্জন করিবে না তাহারা অকৃতকার্য্য ও দোজখী হইবে।

(১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ

(১৬)রাছুল (সঃ)ফরমাইয়াছেন- যাহার অন্তরে বালু পরিমাণ কেবর (অহংকার) আছে সে ব্যক্তি হিসাব অন্তে বেহেশ্‌তে

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ - (১৭) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ

প্রবেশ করিতে পারিবে না।(১৭) রাছুল (সঃ) আরও বলেছেন- তোমরা হাছাদ হইতে বাঁচিয়া থাক।

فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (১৮) وَقَدْجَاءَ فِىْ خُلَاصَةِ

কেননা, হাছাদ নেকরাশী ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যেইরূপ অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

التَّفْسِيْرِ مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ

(১৮) খোলাছাতুত্তফছীরে এসেছে,যে ব্যক্তি ফিক্বাহ্‌ অর্জন করিয়াছে কিন্তু তাছাওউফ অর্জন করে নাই সে ব্যক্তি ফাছেক। আর যে ব্যক্তি উভয়টি অর্জন করিয়াছে সে

(১৯) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا اَنْ نَتَعَلَّمَ عِلْمَ التَّصَوُّفِ بِمُوَا فِقَةِ الْكِتَابِ (২০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

ব্যক্তি কামেল মোমেন। (১৯) হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কিতাব অনুযায়ী ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করার তৌফিক দান করুন (২০) আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২২) মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, হাশর প্রান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরের এসলাহ না করে

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (২১) يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّلَابَنُوْنَ اِلَّامَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۰

খোদার দরবারে হাজির হইবে সে ব্যক্তি নাজাত প্রাপ্ত হইবে না। দুনিয়াতে মানুষ মাল উপার্জনের জন্য এবং সন্তানের উন্নতির জন্য কলবের এ লাহ করার ফরসৎ পাইতেছে না। যখন তাহাকে অন্তরের এসলাহ না করার অপরাধে দোষী সাবাস্ত করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহার মালে এবং আওলাদে কোন ফয়দা দিবে না।

বিস্তারিত জানার জন্য শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম কিতাব পাঠ করুন।

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى اَنْ لَّا يُمْكِنَ اِزَالَةُ رَزَائِلِ الْقَلْبِ بِالذِّكْرِ وَ الْوَظَائِفِ

প্রচলিত জেকের, অজিফা দ্বারা আত্মার কুরিপু দূর করা সম্ভব নহে প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى

(৬) اَمَّا بَعْدُ - فَيَاۤاَيُّهَا الْاِخْوَانُ فِى الدِّيْنِ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ الْمَتِيْنُ عَلٰى

(৬) অতঃপর হে দ্বীনি ভাইগণ! আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের অন্তর হতে

تَزْكِيَةِ قُلُوْبِكُمْ عَنِ الرَّزَائِلِ الذَّمِيْمَةِ بِتَعَلُّمِ عِلْمِ التَّصَوُّفِ الَّتِىْ هِىَ

কুরিপু দূর করার ব্যাপারে সাহায্য করুক। এলমে তাছাওউফ শিক্ষার মাধ্যমে

فَرْضُ عَيْنٍ - (৭) وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْخُلَّانُ اَنَّ بَعْضَ عُلَمَائِنَا

যাহা শিক্ষা করা ফরজে আইন। (৭) হে বন্ধুগণ! জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই বর্তমান জামানার কিছু

الزَّمَانِ يَعْتَقِدُوْنَ بِالتَّصَوُّفِ بِاَلْسِنَتِهِمْ - اِنَّهُمْ يَزْعَمُوْنَ اِنَّ رَزَائِلَ

নামধারী আলেম তাছাওউফের উপর মৌখিক বিশ্বাস রাখে কিন্তু তারা ধারনা করে যে,

اَلْقَلْبِ اِزَالَتُهَا مُمْكِنٌ بِالذِّكْرِ وَالْوَظَائِفِ الْعِرْفَانِ-

প্রচলিত জেকের, অজিফা দ্বারা অন্তরের কুরিপু দূর করা সম্ভব।

(৮) هٰذَا ظَنُّهُمْ كُلُّهُ فِيْ الْغَلَطِ بِالدَّلِيْلِ وَالْبُرْهَانِ- وَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ اِنْ

(৯) দলিল প্রমাণের মাধ্যমে তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মাপকাঠিতে তাদের এই ধারনা যদি সঠিক হইত তাহলে

كَانَ ظَنُّهُمْ صَحِيْحًا فَاِزَالَتُهَا لَاَمْكَنَ لِلشَّيْطَانِ وَهُوَسَبَّحَ وَذَكَرَ

ইবলিছের রিপু দূর করা সম্ভব হইত। অথচ সে ছয়লক্ষ টি বছর আল্লাহর তাছবীহ্ পাঠ করেছিল। এতদা সত্ত্বেও আল্লাহ

لِلرَّحْمٰنِ سِتَّ مِاَةِ اَلْاَفِ سَنَةٍ- فَلَمْ يَسْجُدْ لِاٰدَمَ تَكَبُّرًا لَمَّا اَمَرَهُ اللّٰهُ-

যখন আদমকে সিজদা দিতে বললেন, ইবলিস অহংকার বশতঃ সিজদা করলনা।

(৯) اَيُّهَا الْاِخْوَانُ اِعْلَمُوْا اَنَّهُ مَنْ يَّزْعُمُوْنَ اِزَالَةَ رَزَائِلِ الْقَلْبِ بِالذِّكْرِ

(৯) হে ভাইয়েরা জানিয়া রাখুন! নিশ্চয়ই যাহারা ধারনা করে প্রচলিত জেকের, অজিফা দ্বারা আত্মার কুরিপু দূর করা

وَالْوَظَائِفِ الْعِرْفَانِ لَايَعْلَمُوْنَ تَعْرِيْفَ عِلْمِ الْقَلْبِ بِالصِّدْقِ بَلْهُمْ جَاهِلُوْنَ

সম্ভব, তারা ইলমে তাছাওউফের সঠিক সঙ্গা জানে না বরং তারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ(১০)হে বন্ধুগন! জানিয়া রাখুন!

عَنِ الْاِسْلَامِ(১০) فَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْخُلَّانُ اَنَّ تَعْرِيْفَ عِلْمِ التَّصَوُّفِ-هُوَ عِلْمٌ

ইলমে ক্বলবের (তাছাওউফের) সঙ্গা হল-যে বিদ্যার সাহায্যে অন্তরের সৎ স্বভাবগুলির শ্রেণী বিভাগ চিনা যায়, ও

يُعْرَفُ بِهٖ اَنْوَاعُ الْفَضَائِلِ وَكَيْفِيَةُ اِكْتِسَابِهَا وَاَنْوَاعُ الرَّزَائِلِ وَكَيْفِيَةُ

উহা অর্জনের নিয়মাবলী জানা যায় এবং অন্তরজাত কুরিপু সমূহের শ্রেণী বিভাগ ও উহা বর্জনের নিয়মাবলী জানা যায়

اِجْتِنَابِهَا- كَمَا جَاءَ فِيْ كِتَابِ الشَّامِيْ اَلْمُجَلَّدِ الْاَوَّلِ فِيْ صَفْحَةِ اَرْبَعِيْنَ-

তাকে ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ বলে। যেমনি ভাবে শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০(চল্লিশ) পৃষ্ঠায় এসেছে-

(১১) وَاعْلَمُوْا اَنَّهُ لَايُمْكِنُ اِزَالَةُ رَزَائِلِ الْقَلْبِ بِالذِّكْرِ وَالْوَظَائِفِ

(১১) জানিয়া রাখুন! প্রচলিত জেকের, অজিফা দ্বারা আত্মার কুরিপু দূর করা সম্ভব নহে বরং প্রত্যেকটি

الْعِرْفَانِ -اِلَّا بِمَعْرِفَةِ حُدُوْدِ الرَّزَائِلِ وَاَسْبَابِهَا وَعَلَامَاتِهَا وَعِلَاجِهَا

কুরিপুর জন্য তারিফ, ছবাব, আলামত ও এলাজ এই চার ধারার মাছয়ালা শিখতে হবে।

তোমরা হতাশা হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি হক্কানী মু'মীন হও।

(১২) كَمَا جَاءَ فِيْ كِتَابِ الشَّامِيْ اَلْمُجَلَّدِ الْاَوَّلِ فِيْ صَفْحَةِ اَرْبَعِيْنَ

(১২) যেমনি ভাবে শামি কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ (চল্লিশ) পৃষ্ঠায় এসেছে, তাছাওউফ অর্জন করা (অন্তর হইতে

اِزَالَتُهَا فَرْضُ عَيْنٍ - وَلَايُمْكِنُ اِلَّا بِمَعْرِفَةِ حُدُوْدِهَا وَاَسْبَابِهَا وَعَلَامَتِهَا

কুরিপু সমূহ দূর করা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রাজায়েলগুলির তা'রীফ,ছবাব,আলামত ও এলাজ এর মাছয়ালা সমূহ অবগত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা দূরিভূত করা সম্ভব হইবে না

وَعِلَاجِهَا (১৩) وَكَمَا وَرَدَ فِيْ اِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ -فَالْعِلْمُ بِحُدُوْدِ هٰذِهِ

(১৩) যেমন টি এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাবে এসেছে,অন্তরের আখলাক বা স্বভাব গুলির পরিচয় তত্ব, আছবাব-সমূহ (অন্তরের উৎপত্তির কারণ সমূহ)

الْاُمُوْرِ وَحَقَائِقِهَا وَاَسْبَابِهَا وَثَمَرَاتِهَا وَعِلَاجِهَا هُوَعِلْمُ الْاٰخِرَةِ وَهُوَ فَرْضُ

ফলাফল সমূহ এবং এলাজ বা চিকিৎসার ইলম, ইহা পরজগতের ইলম এবং উক্ত ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন।

عَيْنٍ فِيْ فَتْوٰى عُلَمَاءِ الْاٰخِرَةِ فَالْمُعْرِضُ عَنْهَا هَالِكٌ بِسَطْوَةِ مَلِكِ الْمُلُوْكِ فِيْ الْاٰخِرَةِ

ইহার উপর (আজ থেকে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে) ধর্মীয় আলেমগণের ফতোয়া হইয়া গিয়াছে। অতএব যাহারা উক্ত ইলম শিক্ষা না করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে তাহারা রাজাধিরাজ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গজবে পরজগতে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

(১৪) يَااَيُّهَا الْاِخْوَانُ فِيْ الدِّيْنِ اَنَّ تَعَلُّمَ التَّعْرِيْفِ وَالسَّبَبِ وَالْعَلَامَةِ

(১৪) হে দ্বীনি ভাইরা! নিশ্চয়ই তাছাওউফের চারধারার মাছয়ালা তথা তা'রীফ, ছবাব, আলামত ও এলাজ শিক্ষা করা

وَالْعِلَاجِ فَرْضُ عَيْنٍ لِمَسْئَلَةِ التَّصَوُّفِ بِالْيَقِيْنِ فَمَنْ يُّؤَدِّيْ الذِّكْرَ وَالْوَظَائِفَ

ফরজে আইন। সুতরাং যে/যারা ইলমে তাছাওউফ পরিত্যাগ করিয়া নফল জেকের, অজিফা আদায় করিবে

النَّوَافِلَ بِتَرْكِ التَّصَوُّفِ لَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ اَهِيْنٌ (১৫) كَمَاجَاءَ فِيْ فَتْحِ

উহা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল হইবে না। বরং তাহাকে ময়দানে হাশরে অপদস্ত করা হইবে।

الْغَائِبِ فِيْ خُطْبَةِ ثَمَانِيَةِ وَاَرْبَعِيْنَ - قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَنْبَغِيْ

(১৫) যেমনি- ফতহুল গায়েব নামক কিতাবে আটচল্লিশ তম অধ্যায় এসেছে ঈমানদার ব্যক্তির জন্য

لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَّشْتَغِلَ اَوَّلًا بِالْفَرَائِضِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ

কর্তব্য হইল প্রথমতঃ সে ফরজ আদায় করিবে তারপরে সুন্নত আদায় করিবে। তৎপরে নফল

ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ فَمَالَمْ يَفْرُغْ مِنَ الْفَرَائِضِ فَالْاِشْتِغَالُ بِالسُّنَنِ

আদায় করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ আদায় না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাত কাজে মশগুল হওয়া আহম্মকী

حُمُقٌ وَرَعُوْنَةٌ فَاِنْ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَاُهِيْنَ

বা জ্ঞানহীনতার কাজ। যদি কোন ব্যক্তি ফরজ আদায় না করিয়া (ফরজ বাদ দিয়া) সুন্নাত বা নফল এবাদত করে। তবে তাহার এই নফল এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না। আর এই নফল এবাদতে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে না বরং মর্যাদা নষ্ট হইয়া যাইবে।

(১৬) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اِزَالَةَ رَزَائِلِ قُلُوْبِنَا بِتَعْلِيْمِ الْمَسْئَلَةِ الْاَرْبَعَةِ لِلتَّصَوُّفِ

(১৬) হে আল্লাহ আপনি আমাদিগকে ইলমে তাছাওউফের চার ধারার মাছয়ালা তথা তা'রিফ, ছবাব, আলামত

اَلَّتِىْ هِىَ فَرْضُ عَيْنٍ - مِنَ التَّعْرِيْفِ وَالسَّبَبِ وَالْعَلَامَةِ وَعِلَاجِهَا بِالْيَقِيْنِ -

ও এ'লাজ শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আত্মার কুরিপু দূর করার তৌফিক দান করুন, যাহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

(১৭) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (১৮) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ه

(১৭) আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (১৮) যাহারা আত্মশুদ্ধি বা তাছাওউফ অর্জন করিবে নিশ্চয় তাহারা দোজাহানের কামিয়াবী ও বেহেস্তে উদান লাভ করিবে। আর যাহারা অন্তরকে কলুষিত রাখিবে অর্থাৎ তাছাওউফ অর্জন করিবে না তাহারা অকৃতকার্য ও দোযখী হইবে।

টীকাঃ বঙ্গবিখ্যাত পীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা জৈনপুরী কেরামত আলী (রঃ) তাঁর রফিকুছ্ ছালেকিন কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে লিখিয়াছেন-

جب تک انسان اپنے سینے سے دسوں رزائل یعنی بڑی خصلتوں کو باہر نکال
کرنہ پھینکے گاتب تک یہ شغل اور اشغال جیساکہ چاہے فائدہ نہ کریں گے

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের দেল/অন্তর হইতে ১০টি কুরিপু দূরিভূত না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতই জেকের আজকার মোরাকাবা মোশাহেদা করুক না কেন কোনই ফায়দা হইবে না।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) সাহেবের মলফুজাতে হেচ্ছায় হাপ্তমে লিখা আছে–

اورنرے ذکروشغل سے اصلاح ہوبھی کیسے سکتی ہے اسلئے کہ ہررذیلہ
کاعلاج جدا گانہ ہے اگرایک رذیلة بھی باقی رہے گاتو راستہ اسوقت تک
بندھے بلکہ ذکرسے بعض مرتبہ فاسد الاستعداد کا مرض بڑہ جاتاہے

শুধু প্রচলিত নফল জিকির শোগলে আত্মার এসলাহ্ হইবেই বা কিরূপে? কারণ প্রত্যেকটি রিপুর ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন। যদি আত্মার একটি রিপুও বাকী থাকে তবে বেহেশতের রাস্তা বন্ধ থাকিয়া যায়। বরং জিকিরের দ্বারা আত্মার রোগ কোন কোন সময় আরো বৃদ্ধি পায়।

বিস্তারিত জানার জন্য তাছাওউফ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى اِنْتِبَاهِ عَنْ تَنْقِيْصِ الدِّيْنِ

আংশিক ধর্ম হইতে সতর্ক হওয়া প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (٣) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

(٤) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

(٥) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-

(٦) اَمَّا بَعْدُ- فَيَاَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ لَهْفِيْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

(৬) অতঃপর! হে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী - আফসূস! বর্তমান মোসলমানদের উপর সারা বিশ্ব

لِاَنَّ الْاِسْلَامَ قَدْ اِنْتَقَصَ عَنْ سَائِرِ الْعَالَمِ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ نَائِمُوْنَ

থেকে ইসলাম আংশিক হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহারা গাফলতির নিদ্রায় বিভোর।

(٩) كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْبَشَرِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ-يُوْشِكُ اَنْ

(৭) যেমন রাসূল (সঃ) বলেছেন- মানুষের উপর এমন এক জামানা আসবে মুসলমানদের মধ্যে

يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ

ইসলাম ধর্ম থাকবেনা, শুধু ইসলাম ধর্মের নাম থাকবে এবং কুরআন থাকবে না, শুধু কুরআন পাঠের রছম থাকবে।

الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَّهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُهُمْ

মসজিদ গুলো জাকজমক পূর্ণ হবে কিন্তু হেদায়েত হিসাবে বিরান থাকবে। উক্ত নামধারী মুসলমানদের

৭ মেশকাত শরীফ

شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ

আলেম সমাজ হবে আসমানের নিচে বদকার। তাদের শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম ধ্বংস হইয়া যাইবে।

(৮) وَقَدْ جَاءَ فِىْ الْخَبَرِ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ

(৮)হাদীসে এসেছে যে ইলমে দ্বীন উঠিয়া যাইতে থাকবে,তখন জিয়াদ ইবনে লবিদ বললেন,হে আল্লাহর রাসূল!ইলেম কেমন করিয়া উঠিয়া যাইতে থাকিবে? অথচ আমরা কুরআন শিক্ষা করিতেছি এবং আমাদের সন্তানদিগকে ও উহা

اللّٰهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَائَنَا وَيُقْرِئُهُ

শিক্ষা দিতেছি ;আর আমাদের সন্তানগন কেয়ামত পর্যন্ত (পুরুষানুক্রমে) তাহাদের সন্তান দিগকে এইরূপে শিক্ষা দিতে

اَبْنَائُنَا اَبْنَائَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَازِيَادُ اِنْ كُنْتُ

থাকিবে। তখন হুজুর (সাঃ) বলিলেন, হে জিয়াদ!তোমার মা তোমাকে হারাইয়া ফেলুক, এতদিনতো আমি তোমাকে মদীনার

لَاُرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى

একজন বেশ জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াই মনে করিতাম।বলোতো দেখি এই সমস্ত ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ কি তৃওরাত ও ইঞ্জিল

يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ بِمَا فِيْهِمَا

পাঠ করিতেছে না? কিন্তু উহাতে যাহা আছে তাহার কোন একটি জিনিসের উপরও তাহারা আমল করিতেছে না।

(৯) كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثِ حَبِيْبِ الرَّحْمٰنِ- وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى

(৯) যেমন বিশ্বনবীর হাদীসে এসেছে আমার উম্মত [প্রবর্তক হিসাবে উম্মাতের আলেম সমাজ] তিহাত্তর দলে বিভক্ত হইবে। শুধু মাত্র এক দল ব্যতীত তাদের বাকী সকল দলই জাহান্নামী। (অতএব তন্মধ্য বাহাত্তর ভাগ আলেমের

ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا

শিক্ষায় দোজখ হইবে, আর মাত্র এক ভাগ আলেমের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে।) সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! সেই একদল কাহারা? [কাহাদের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে?]

مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ-

তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিয়াছেন,আমি এবং আমার সাহাবাগন যাহার উপর আছি, [যাহাদের শিক্ষা আমার এবং আমার সাহাবাগনের শিক্ষার মোয়াফেক তাহাদের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে।]

৮,৯ মেশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا اَنْ نَتَنَبَّهَ عَنْ تَنْقِيْصِ الدِّيْنِ وَاَنْ نَعْتَصِمَ (১০)

(১০) হে আল্লাহ, আমাদেরকে আংশিক ধর্ম হইতে সতর্ক হওয়ার তৌফিক দান করুন।

بِالدِّيْنِ الْكَافَّةِ حَتّٰى يَاْتِيَنَا الْيَقِيْنُ-

এবং আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরি তার তৌফিক দান করুন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ (১১)

(১১) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (১২)

(১২) আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا (১৩)

(১৩) হে বিশ্বাসী বান্দাগন! ইসলাম ধর্মে পূর্ণ ভাবে দাখিল হও। আংশিকে থাকিও না। কেননা আংশিকে থাকা শয়তানের পথ। শয়তানের পদাংক অনুস্মরণ করিও না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর

خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ

তোমাদের কাছে পরিপূর্ণ দ্বীনের ভিতর দাখিল হওয়ার জন্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ আসার পরেও যদি তোমরা পরিপূর্ণ দ্বীনে

تْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

দাখিল না হও,তবে জেনে রাখ যে,আল্লাহ শাস্তি দিতে সক্ষম এবং কিভাবে শাস্তি দিতে হয় তাহাও আল্লাহ ভালই জানেন।

টীকাঃ মাজহারে হক কিতাবের প্রথম খন্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় হাদীসে জিব্রাইল এর ব্যাখ্যায় লিখা আছে–

جننا چاهے كه مدار دين كا اور اسكے كمال كا فقه عقائد اور تصرف پرهے اس
حديث مين تينون چيزين بيان هوئى---------- جسنے دونون حاصل كئے
پس محقق هواكمال يهى هے باقى سب گمراهى

মূল অর্থঃ জানা চাই যে, দ্বীন ইসলাম এর মূল ও পূর্ণতা তিন বিষয়ের উপর আকাঈদ (ঈমান). ফিক্বাহ ও তাছাওউফ। এই তিন ভাগেই ইসলাম পূর্ণ হয়। অত্র হাদীসে তিনও বিষয় আলোচনা হইয়াছে। যে ঈমানদার ব্যক্তি ফিক্বাহ, তাছাওউফ উভয় ইলেম হাছেল করে নাই তাহারা গোমরাহ। আকাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছালার সমষ্টির নাম যে দ্বীন ইসলাম তাহা অত্র হাদীসে যে আলোচনা হইয়াছে ইহা আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহ্লবী (রহঃ) এর আশ্য়াতুল লোমআত এবং আল্লামা মোহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর লিখা মেশকাত শরীফের আরবী শরাহ্ মেরকাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

শহীদের সব গুনাহ-ই মাফ করে দেওয়া হবে। মাফ হবেনা শুধু তার ঋণ.

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى مَنْ هُمْ نَائِبُ الرَّسُوْلِ وَمَنْ هُمْ نَائِبُ الشَّيْطَانِ

কাহারা নায়েবে রাসূল, কাহারা নায়েবে শয়তান, প্রসঙ্গে খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-

(৬) اَمَّا بَعْدُ- فَيَا اَيُّهَا الْاِخْوَانُ فِى الدِّيْنِ اَيَّدَكُمُ الْمَنَّانُ (৭) اِتَّبِعُوْا

(৬) অতঃপর হে ভাইগণ! আল্লাহ আপনাদিগকে সাহায্য করুন। (৭) নায়েবে রাসূল গ্রহণ করুন এবং

نَائِبَ الرَّسُوْلِ وَاجْتَنِبُوْا عَنْ نَائِبِ الشَّيْطَانِ (৮) فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْعُلَمَاءَ

নায়েবে শয়তান থেকে দূরে থাকুন। (৮) জানিয়া রাখুন- নিশ্চয়ই আলেম সম্প্রদায়

فَرِيْقَانِ - فَرِيْقٌ مِنْ نَائِبِ الرَّسُوْلِ وَفَرِيْقٌ مِّنْ نَائِبِ الشَّيْطَانِ-

দুই ভাগে বিভক্ত ১। একদল নায়েবে রাসূল ২। আর একদল নায়েবে শয়তান।

(৯) اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّهُمْ لَمْ يُوَرِّثْ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَلٰكِنْ

(৯) আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী তাহারা নবীদের থেকে টাকা পয়সা মিরাছ পান নাই বরং

يُوَرِّثُ الْعِلْمَ وَهُوَ قِسْمَانِ- عِلْمُ الْفِقْهِ وَعِلْمُ التَّصَوُّفِ فَرْضُ عَيْنٍ-

যে ইলমের উত্তরাধিকারী হয়েছেন উহা দুই ভাগে বিভক্ত,ইলমে ফিকাহ্ ও ইলমে তাছাওউফ যাহা ফরজে আইন।

(১০) فَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ - اَلَّذِيْنَ تَعَلَّمُوا الْفِقْهَ وَالتَّصَوُّفَ

(১০) হে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী! জেনে রাখ যাহারা ফেকাহ্ এবং তাছাওউফ নিজেরা পূর্ণভাবে

১৫-১৬-১৭ মেশকাত শরীফ

بِالْكَمَالِ وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ بِالتَّمَامِ فَهُمْ نَائِبُ الرَّسُوْلِ بِالْبُرْهَانِ-

শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং মানুষ দিগকে পূর্ণ ভাবে শিক্ষা দেয় তাহারাই নায়েবে রাসূল।

(১১) وَاَمَّا الَّذِيْنَ تَعَلَّمُوْا بَعْضَ الدِّيْنِ وَيَدَّعُوْنَ بِالْكَمَالِ فَهُمْ

(১১) আর যাহারা আংশিক দ্বীন শিক্ষা দিতেছে অথচ পূর্ণতা দাবী করে তাহারা নায়েবে শয়তান।

نَائِبُ الشَّيْطَانِ-اَمَرَ اللّٰهُ الْاِعْرَاضَ عَنْهُمْ فِى الْفُرْقَانِ-

আল্লাহ তাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ জারী করিয়াছেন।

(১২) فَلِهٰذَا يَنْبَغِىْ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَطْلُبُوْا نَائِبَ الرَّسُوْلِ بِالْحَقِّ-

(১২) ফলে মানুষের কর্তব্য হল সঠিক নায়েবে রাসূল অনুসন্ধান করা।

(১৩) كَمَا قَدْجَاءَ فِى الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ-اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ

(১৩) যেমনঃ- হাদীস শরীফে এসেছে- নিশ্চয়ই ইলেম হইয়াছে দ্বীনি শরীয়ত, কাজেই তোমরা কাহার কাছে দ্বীনি শরীয়ত শিক্ষা করিতেছ তাহাকে

فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ- (১৪) وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ-

তদন্ত করিয়া দেখ সে কামেল না নাকেছ। যদি কামেল হয় তবে তোমার ধর্ম শিক্ষা হইবে। আর যদি নাকেছ হয় তবে তোমার ধর্ম শিক্ষা হইবেনা।

اَنَّهُ مَنْ كَانَ نَائِبَ الشَّيْطَانِ مُتَّبِعُوْنَ-فَهُمْ فِىْ الْجَحِيْمِ مُحْضَرُوْنَ-

(১৪) হে মুসলমান গণ! জানিয়া রাখ নিশ্চয়ই যাহারা নায়েবে শয়তানের অনুস্মরণ করিবে তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

(১৫) كَمَا جَاءَ فِىْ حَدِيْثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ-دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ

(১৫) যেমনঃ- বিশ্বনবী (সঃ) এর হাদীসে এসেছে- শেষ জামানতে কতক গোমরাহ বক্তা বাহির হইবে। তাহারা দোজখের দরজায় দন্ডায়মান হইয়া

مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

বেহেস্তের প্রলভন দিতে থাকিবে। যাহারা তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাহারা দোজখে পতিত হইবে। ছাহাবাগণ বললেন,যে হে রাসূল (সঃ)! বর্ণিত

صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا

বক্তাদের ছিফাত বর্ণনা করুন তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিলেন, তাহাদের লেবাছ হইবে আমার লেবাছের মত এবং তাদের কালাম হইবে আমার কালামের মত।

(১৬)وَقَالَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ-يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِالزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ

(১৬) রাসূল (সঃ) আরও বলেছেন- শেষ যামানাতে দাজ্জালে কাজ্জাব বাহির হইবে তাহারা এরূপ মাছয়ালা শুনাইবে

১৫-১৬-১৭ মেশকাত শরীফ

كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَاَٰبَائُكُمْ

যাহা কুরআন ও হাদীসের খেলাফ,তোমরা তাহাদের কাছে যাইওনা এবংতাহাদিগকেও তোমাদের কাছে আসিতে দিওনা

فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَايَفْتِنُوْنَكُمْ (١٧) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

অন্যথায় তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। (১৭) রাসূল (সঃ) বলেছেন–নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মানুষের থেকে

وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهٗ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ

ইলম ছিনাইয়া লইয়া যাইবেন না। যেরূপ একজন অপর একজনের থেকে একটি জিনিস লইয়া যায়। বরং আলেমকে

يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ

মৃত্যু করিয়া ইলম লইয়া যাইবেন,এমন কি যখন আলেম থাকিবে না তখন মানুষে তাহাদের জাহেল সরদারের কাছে

رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا–

মাছয়ালা জিজ্ঞাসা করিবে। উক্ত জাহেল লোকে বিনা ইলমে মাছালা দিবে ইহাতে উভয়ে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

(١٨) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا اَنْ نُمَيِّزَ بَيْنَ نَائِبِ الرَّسُوْلِ وَنَائِبِ

(১৮)হে আল্লাহ আমাদেরকে নায়েবে রাসূল এবং নায়েবে শয়তানের মধ্যে পার্থক্য করার

الشَّيْطَانِ–وَنَتَّبِعَ نَائِبَ الرَّسُوْلِ حَتّٰى يَاْتِيَنَا الْيَقِيْنُ(١٩)بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

মত তৌফিক দান করুন এবং মৃত্যু পর্যন্ত নায়েবে রাসূলের অনুস্মরণ করার তৌফিক দান করুন। (১৯) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ-اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ(٢١) اِتَّبِعُوْا

আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّاتَذَكَّرُوْنَ

(২১) তোমরা অনুস্বরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুস্বরণ করো না। আর এই উপদেশ কমসংখ্যক লোকেই গ্রহণ করিবেন।

টীকা - (১)

رُؤُوْسًا جُهَّالًا কাহারা হবে উহা মিশকাত শরীফের হাশিয়াতে লিখা আছে–

যথা–خَلِيْفَةً وَ قَاضِيًا وَمُفْتِيًا وَ اِمَامًا وَ شَيْخًا

মূল কথাঃ– رُؤُوْسًا جُهَّالًا হবে কাজী,মুফতী, ইমাম ও পীর সাহেব।

বিস্তারিত জানার জন্য ইসলাম শিক্ষা ও এজাহারে হক কিতাব পাঠ করুন।

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى مَنْ هُمْ نَائِبُ الرَّسُوْلِ وَمَنْ هُمْ نَائِبُ الشَّيْطَانِ

কাহারা নায়েবে রাসূল, কাহারা নায়েবে শয়তান, প্রসঙ্গে খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ
(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-
(৬) اَمَّا بَعْدُ- فَيَايُّهَا الْاِخْوَانُ فِى الدِّيْنِ اِعْلَمُوْا اَنَّ الْعُلَمَاءَ كُلَّهُمْ لَيْسَ

(৬) হে ভাইয়েরা জেনে রাখুন– আলেমগণ সকলেই নায়েবে রাসুল নহে বরং কিছু সংখ্যক

بِنَائِبِ الرَّسُوْلِ بَلْ بَعْضُهُمْ نَائِبُ الرَّسُوْلِ وَاَكْثَرُهُمْ نَائِبُ الشَّيْطَانِ

নায়েবে রাসূল, অধিকাংশই নায়েবে শয়তান।

(৭) كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثِ حَبِيْبِ الرَّحْمٰنِ- وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ

(৭) যেমন বিশ্বনবীর হাদীসে এসেছে– আমার উম্মত [প্রবর্তক হিসাবে উম্মাতের আলেম সমাজ] তিহাত্তর দলে বিভক্ত হইবে। শুধু মাত্র এক দল ব্যতীত তাদের বাকী সকল দলই জাহান্নামী। (অতএব তম্মধ্যে বাহাত্তর ভাগ আলেমের

وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ

শিক্ষায় দোজখ হইবে, আর মাত্র একভাগ আলেমের শিক্ষায় বেহেস্তের পথপাওয়া যাইবে) সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! সেই একদল কাহারা? [কাহাদের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে?]

اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ (৮) يَآيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِعْلَمُوْا اَنَّ الْفِرْقَةَ

তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিয়াছেন আমি এবং আমার সাহাবাগন যাহার উপর আছি, [যাহাদের শিক্ষা আমার এবং আমার সাহাবাগনের শিক্ষার মোয়াফেক তাহাদের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে।] (৮) হে উপস্থিত জনমন্ডলী!

اَلْبَاطِلَةَ تَزِيْدُ اِلٰى ثَلَاثِ مِأَةٍ فَصَاعِدَةً (٩) كَمَاجَاءَ فِى الْخَبَرِ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ

জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই বাতেল ফেরকাহ তিনশত দলের অধিক হইবে। (৯) যেমন হাদীসে এসেছে-

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ

ইসলাম ধ্বংশ কারী আলেমদের সংখ্যা তিনশতেরও বেশী হইবে, হযরত (সঃ) তাদের নাম,

مَعَهُ ثَلَاثُ مِأَةٍ فَصَاعِدًا اِلَّاقَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ اَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِهِ

বাবার নাম ও বংশের নাম বলিয়া গিয়াছেন।

(١٠) فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ اجْتَنِبُوْا عَنْ نَائِبِ الشَّيْطَانِ وَاتَّبِعُوْا نَائِبَ الرَّسُوْلِ

(১০) হে মুসলমানগণ! তোমরা নায়েবে শয়তান থেকে বাঁচিয়া থাক এবং নায়েবে রাসূল গ্রহণ কর।

(١١) لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلٰى

(১১) কেননা নবী করীম (সঃ) বলেছেন- গোমরাহ পীরের দল, দলে-দলে বাহির হইবে, যাহারা তাহাদের কাছে মুরিদ হইবে তাহাদের

اَلْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَىُّ قَلْبٍ اَشْرَبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ

ক্বলবে কালোদাগ পড়িয়া যাইবে। আর যাহারা তাহাদের কাছে মুরিদ হইতে এনকার করিবে, তাহাদের ক্বলবে সাদাদাগ পড়িয়া যাইবে।

سَوْدَاءُ وَاَىُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى

সুতরাং মানুষের ক্বলব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। কালো আর সাদা। যাহাদের ক্বলবে সাদাদাগ পড়িয়া যাইবে তাহাদের সাদা দাগটির

قَلْبَيْنِ اَبْيَضُ مِثْلُ الصَّفَا فَلَاتَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَّادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

উছিলায় তাহাদের ক্বলব এরূপ ভাবে রক্ষিত থাকিবে যে কেয়ামত পর্যন্ত গোমরাহ পীরের গোমরাহী তাহাদের ক্বলবে প্রবেশ করিবে না।

وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَايَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَايُنْكِرُ مُنْكَرًا

আর যাহাদের ক্বলবে কালো দাগ পড়িয়া যাইবে তাহাদের কালো দাগটির উছিলায় তাহাদের ক্বলব এরূপ রক্ষিত থাকিবে

اِلَّامَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ (١٢) فَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ تَعَلَّمُوْا الدِّيْنَ الْكَافَّةَ

যে তাহাদের ক্বলবে হক প্রচারের একটি কথাও প্রবেশ করিবে না। (১২) হে মুসলমান সম্প্রদায়! তোমরা নায়েবে রাসূল গ্রহণ করে

بِاتِّخَاذِ نَائِبِ الرَّسُوْلِ (١٣) كَمَا قَالَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কর। (১৩) যেমন নবী করীম (সঃ) বলেছেন! তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদিগকেও উহা শিক্ষা দিতে থাক। তোমরা ফরজ মাছয়ালা

৯-১১-১৩ মেশকাত শরীফ

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا

সমূহ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকেও উহা শিক্ষা দান কর। তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদিগকেও উহা শিক্ষা দান কর। কেননা আমি এমন এক ব্যক্তি

الْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَاِنِّىْ اِمْرِءٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَيَظْهَرُ

যাহাকে শেষ পর্যন্ত উঠাইয়া নওয়া হইবে এবং ইলমকে শীঘ্রই উঠাইয়া নেওয়া হইবে আর দুনিয়াতে তখন ফেতনাহ ও গোলযোগ সৃষ্টি হইবে। এমন কি ফরজ

الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِىْ فَرِيْضَةٍ لَايَجِدُ اَنَّ اَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

মাছয়ালা লইয়া দুই ব্যক্তি মতভেদ করিবে অথচ তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেও খুঁজিয়া পাইবে না, যে ব্যক্তি তাহাদের উভয়ের মধ্যে মিমাংসা করিয়া দিতে পারে।

(১৪) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا اَنْ نُمَيِّزَ بَيْنَ نَائِبِ الرَّسُوْلِ وَنَائِبِ الشَّيْطَانِ

(১৪) হে আল্লাহ, আমাদেরকে নায়েবে রাসূল এবং নায়েবে শয়তানের মধ্যে পার্থক্য করার মত তৌফিক দান

وَنَتَّبِعَ نَائِبَ الرَّسُوْلِ حَتّٰى يَاْتِيَنَا الْيَقِيْنُ- (১৫) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى

করুন এবং মৃত্যু পর্যন্ত নায়েবে রাসূলের অনুস্মরণ করার তৌফিক দান করুন। (১৫) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে

الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (১৬) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ

ও আপনাদিগকে দান করুন। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ- وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

(১৬)হে বিশ্বাসী বান্দাগন! আল্লাহকে ভয়কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।জাহেলদের থেকে মুখ ফিরাও, দূরে থাক।

টীকাঃ (১) পবিত্র নগরী মদীনা মোনাওয়ারায় ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স হতে প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ মাআরেফুল কুরআন এর সংক্ষেপিত পবিত্র কুরআনুল করিমের ৫৯৭ পৃষ্ঠায় সূরা তওবার ১২২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে– ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেছেন- যে, ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল। কিন্তু দ্বীনকে পুরাপুরি বুঝতে পারল না সে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নহে।

হযরত মাওলানা জৈনপুরী কেরামত আলী সাহেবের লিখিত نور على نور কিতাবের ৫পৃষ্ঠায় লেখা আছে–

– تینون علم یعنی فقه عقائد تصوف کی کتابون او ساتو طبقه چهومین سے
چهؤ طبقه سے سند ملوالین اگر نه ملاوین تو انکو بهی شیطانیه جانین

পীর বা হাদী আগমন করলে তাদের শিক্ষার ভিতরে ফিক্বাহ্, আকাইদ ও তাছাওউফ আছে কিনা মিলাইয়া দেখতে হবে এবং তার মাছয়ালাগুলো তবকার কিতাবের সাথে মিলে কিনা তাহাও মিলাইয়া দেখিতে হবে। যদি ৩ ভাগ তার শিক্ষার মধ্যে না থাকে এবং তার মাছয়ালাগুলো তবকার কিতাবের উল্টো হয় তাহলে তাকে শয়তানের দল ভাবতে হবে।

বান্দাহ যতক্ষণ নামাজে থাকে ততক্ষন নেকী তার মাথার উপর ঝরতে থাকে,

নিশ্চয়ই ইলেমই হইয়াছে দ্বীন শরীয়াত কাজেই তোমরা কাহার কাছে দ্বীন শরীয়াত শিক্ষা করিতেছ তাহাকে তদন্ত করিয়া দেখ, সে কামেল না নাকেস।

আলেম, পীর, বক্তা ও আমীর

কামেল

ফিক্বাহ্ তাছাওউফ তত্ত্ববিদ ও কিতাবী শর্তবিশিষ্ট

↓

নায়েবে রাসূল

↓

(অনুস্বরণ করিলে)

বেহেস্ত

নাকেছ

ইল্‌মে ক্বলব (ইল্‌মে- তাছাওউফ বিহীন

↓

কামেল (সাজিলে)

নায়েবে শয়তান

↓

(অনুস্বরণ করিলে)

দোযখ

আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরাম গণের উত্তরাধিকারী। (আল-হাদীস)

আলেমগণই শ্রেষ্ঠ, আলেম গণই নিকৃষ্ট (আল-হাদীস)

যেই ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিবে যে, সে তাহার যুগের ইমামের পরিচয় লাভ করে নাই। সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিল। (আল হাদীস)।

যাহার পীর নাই শয়তানই তাহার পীর। (তাফ্সীরে রুহুল বয়ান ১ম খন্ড ২৩৬ পৃঃ ও রেছালায়ে মক্কীয়া)

আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহাকে গোমরাহ্ করেন, কশ্মিনকালেও তার জন্য কোন খাঁটি হাদী (মোর্শেদ) মিলিবেনা। (সূরায়ে কাহাফ)

দুধলের পীর সাহেব (রহঃ) কর্তৃক আবিস্কৃত ও দুধল দরবার হইতে প্রকাশিত।

اَلْخُطْبَةُ فِىْ فَرِيْضَةِ اِتِّخَاذِ مُرْشِدٍ نَائِبِ الرَّسُوْلِ
নায়েবে রাছুল গ্রহণ করা ফরজ প্রসঙ্গে খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِه وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى

(৬) اَمَّا بَعْدُ- فَيَآاَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ وَاَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ-

(৬) অতঃপর হে মুসলমানগণ! আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করুন। এমতাবস্থায় আপনারা শোকর আদায়কারী।

(৭) خُذُوْا مُرْشِدًا كَامِلًا نَائِبَ الرَّسُوْلِ-وَاجْتَنِبُوْا عَنْ نَائِبِ الشَّيْطَانِ

(৭) আপনারা পীরে কামেল নায়েবে রাছুল গ্রহণ করুন এবং নায়েবে শয়তানের থেকে দূরে থাকুন।

اَلَّذِيْنَ وَصَفَهُمُ الرَّسُوْلُ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ- (৮) وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا

যাদেরকে রাছুল (সঃ) দাজ্জালে কাজ্জাব বলে উপাধি দিয়েছেন। (৮) হে মুসলমানগণ, জানিয়া রাখুন নিশ্চয়ই

الْمُسْلِمُوْنَ اَنَّ اِتِّخَاذَ مُرْشِدٍ كَامِلٍ فَرْضٌ عَيْنٌ كَمَا اَمَرَاللّٰهُ الْمَتِيْنُ-

কামেল পীর গ্রহণ করা ফরজে আইন। যেমন- মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ প্রদান করেছেন।

(৯) يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى

(৯) হে ইমানদার বান্দাগণ! তোমরা মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগত্য কর এবং রাছুল (সঃ) এর আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলিল আমর

ٱلْاَمْرِ مِنْكُمْ (১০) اَلْمُعْتَمَدُ اَنَّ اُوْلِىْ الْاَمْرِ فِىْ قَوْلِهٖ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا

(অর্থাৎ যারা কুরআন, হাদীস ও ফিক্কাহ্-তাছাওউফে গভীর জ্ঞানী মোহাক্কেক আলেম নায়েবে রাছুল) তাদের আনুগত্য কর। (১০) আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা,

الرَّسُوْلَ وَاُوْلِىْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ هُمُ الْعُلَمَاءُ كَمَا وَرَدَ فِىْ كِتَابِ الشَّامِىْ

"তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য কর (হুকুম মান্য করে চল) এবং রাছুল (সঃ) এর আনুগত্য কর, আর তোমাদের ম ধ্য থেকে যারা উলিল আমর তাদেরও আনুগত্য কর, বর্ণিত আয়াতে উলিল আমর দ্বারা নায়েবে রাসূল পর্যায়ের আলেমগনই উদ্দেশ্য।যেমন শামী কিতাবে আছে।

(১১)وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

(১১) আল্লাহ বলেছেন—তিনি যাকে গোমরাহ করেন কস্মিনকালেও তার জন্য কোন খাঁটি হাদী মোরশেদ মিলিবে না।

(১২) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ فُرْقَانِهٖ الْحَمِيْدِ يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا

(১২) মহান আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন, হে বিশ্বাসী বান্দাগন! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।

اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ (১৩) وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ الْقُرْاٰنِ

(১৩) বরকতময় আল্লাহ্ অন্য স্থানে বলেছেন, তোমরা ঐসব ব্যক্তিদের অনুস্মরণ কর যারা আমার দিকে রুজু আছে।

الْكَرِيْمِ اِتَّبِعُوْا سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ (১৪) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

(১৪) রাছুল (সঃ) বলেছেন—যে ব্যক্তি জামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهٖ فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। (১৫) রাছুল (সঃ) বলেছেন— যে ব্যক্তি জামানার ইমামের

(১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

হাতে বায়াত না হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করেছে।

(১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ

(১৬) রাছুল (সঃ) হুযায়ফাকে বললেন— তুমি মোসলমানদের জামাত ও ইমামকে আঁকড়াইয়া ধরবে, হুযায়ফা বললেন, সে সময় যদি কোন

يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ

মুসলিম জামাত ও ইমাম না থাকে তখন আমাকে কি করতে হবে— রাসূল (সঃ) বললেন, তখন তুমি সমস্ত বাতিল দলকে পরিত্যাগ করবে।

বিস্তারিত জানার জন্য এজহারে হক, ইসলাম শিক্ষা ও তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খন্ড কিতাব পাঠ করুন।

اَنْ تَعُضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ

যদিও তোমাকে গাছের খোড়লে আশ্রয় নিতে হয় এবং তুমি এই নির্জন অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

(১৭) يٰاَيُّهَا الْاِخْوَانُ فِى الدِّيْنِ اِنْ لَمْ تَتَّخِذُوْا نَائِبَ الرَّسُوْلِ

(১৭) হে দ্বীনি ভাইগণ- যদি তোমরা খাঁটি নায়েবে রাসূলকে গ্রহণ না কর তবে তোমাদেরকে বিভিন্ন বিপদ-আপদে গ্রেফতার করবে।

سَتَبْتَلِيُوْنَ فِى بَلَايَاتٍ مُّخْتَلِفَاتٍ (১৮) كَمَا جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ-

(১৮) যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- মানুষের উপর এমন একটি জামানা আসবে যে, মুহাক্কেক আলেম

سَيَأْتِىْ زَمَانٌ عَلٰى اُمَّتِىْ يَفِرُّ النَّاسُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ سَيَبْتَلِيهِمُ

বা নায়েবে রাছুলগণ থেকে মানুষ ভেগে থাকবে।নায়েবে রাছুল ধরে তাদের থেকে পূর্ণ শরীয়ত আকাঈদ,

اللّٰهُ ثَلَاثَ بَلِيَّاتٍ يَرْفَعُ الْبَرَكَةَ عَنْ كَسْبِهِمْ وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ

তাছাওউফ ও ফিকাহ্ শিক্ষা করবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তিনটি বালার ভিতরে তাদেরকে গ্রেফতার করবেন। ১। তাদের রোজগার থেকে

سُلْطَانًا ظَالِمًا وَيَخْرُجُوْنَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْاِيْمَانِ (১৯) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا

বরকত উঠাইয়া নিবেন ২। জালেম বাদশাহ নিযুক্ত করবেন ৩। মৃত্যুর সময় তাদেরকে ঈমান হারা করে মৃত্যু ঘটাবেন.

اَنْ نَتَّخِذَ مُرْشِدًا كَامِلًا نَائِبَ الرَّسُوْلِ وَنَجْتَنِبَ عَنْ نَائِبِ الشَّيْطَانِ

(১৯) হে আল্লাহ, আমাদেরকে কামেল পীর, নায়েবে রাছুল গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন এবং নায়েবে শয়তান

(২০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (২১) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ

থেকে দূরে থাকার ক্ষমতা দান করুন। (২০) আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى* وَمَنْ

(২১) তিনি বলেন- তোমরা উভয়ই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু ; এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (নবী-

اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى*

নবীর অবর্তমানে নায়েবে রাসুল) হাদী আসে তখন যে আমার হাদীর অনুস্বরণ করবে, সে পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টেও পতিত হবে না এবং যে হাদী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব।

اَلْخُطْبَةُ فِىْ فَرِيْضَةِ اِتِّخَاذِ مُرْشِدٍ نَائِبِ الرَّسُوْلِ
নায়েবে রাছুল গ্রহণ করা ফরজ প্রসঙ্গে খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (٣) مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ

(٤) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(٥) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى

(٦) اَمَّابَعْدُ - فَيَاَيُّهَا الْاِخْوَانُ فِى الدِّيْنِ اِتَّبِعُوْا نَائِبَ الرَّسُوْلِ الْعُلَمَاءِ

(৬) অতঃপর হে দ্বীনি ভাইগণ! আপনারা খাঁটি আলেম নায়েবে রাসূলের অনুস্মরণ করুন।

الْكَامِلِيْنَ فَاِنَّهُمْ سِرَاجُ الْاُمَّةِ وَهُوَ فَرْضٌ عَلٰى سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ -

কেননা তাহারা উম্মতের বাতি সাদৃশ্য। আর নায়েবে রাসূলের অনুস্মরণ করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ।

(٩) وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ -

(৭) আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন যে, যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে সেই প্রয়োজনীয় না জানা বিষয় জানার জন্য আহলে জিকর বা আল্লাহ্ ওয়ালা জ্ঞানী লোকদের [খাঁটি নায়েবে রাছুলের] কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে লও-

(٨) وَقَالَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ لَانَبِىَ بَعْدِىْ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

(৮) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে,আলেমগণ অর্থাৎ খাঁটি কামেল আলেমগনই আম্বিয়ায়ে কেরামগনের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।

(৯) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ–

(৯) রাছুল (সঃ) আরও বলেছেন যে আমার উম্মতের [ফেকাহ্ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ খাঁটি বা কামেল আলেমগণ] বনী ইসরাঈলদের নবীগনের সাদৃশ।

(১০) وَجَاءَ فِىْ حَدِيْثِ الشَّرِيْفِ مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ وَمَنْ

(১০) হাদীস শরীফে এসেছে- যে ব্যক্তি শরীয়ত মোতাবেক আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করল সে যেন আমি মোহাম্মদ রাছুল (সঃ) এর সাথে

صَافَحَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا صَافَحَنِىْ وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا جَالَسَنِىْ

সাক্ষাৎ করল আর যে ব্যক্তি আলেমের সাথে হাত মিলাইল সে যেন আমার হাতে হাত মিলাইল এবং যে ব্যক্তি আলেমের মজলিসে বসল সে যেন

وَمَنْ جَالَسَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَجْلَسَهُ اللّٰهُ مَعِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আমার মজলিসে বসল এভাবে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আমার সাথে বসল আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ময়দানে তাকে আমার সাথে বসাইয়া দিবেন।

(১১) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِىْ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصٰى

(১১) রাছুল (সঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার আমিরের অনুস্মরণ করল সে যেন আমার অনুস্মরণ করল,আর যে ব্যক্তি

اَمِيْرِىْ فَقَدْ عَصَانِىْ – (১২) وَقَدْ جَاءَ فِىْ كِتَابِ

আমার আমিরের অবাধ্যতা করল,সে যেন আমারই অবাধ্যতা করল। (১২) ছিররুল আছরার নামক কিতাবে এসেছে

سِرِّ الْاَسْرَارِ- وَلِذَالِكَ طَلَبُ اَهْلِ التَّلْقِيْنِ لِحَيَاةِ الْقَلْبِ فَرْضٌ–

অন্তরকে সঞ্জীবিত করার জন্য কামেল মুর্শেদ (কামেল পীর) তালাশ করা ফরজ।

(১৩) وَقَدْ جَاءَ فِىْ رِسَالَةِ الْمَكِّيَةِ – مَنْ لَاشَيْخَ لَهُ فَالشَّيْطَانُ شَيْخُهُ–

(১৩) রেছালায়ে মক্কীয়া নামক কিতাবে এসেছে যার পীর নাই, শয়তানই তার পীর।

(১৪) وَقَدْ وَرَدَ فِىْ تَفْسِيْرِ رُوْحِ الْبَيَانِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

(১৪) তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত হয়েছে যার পীর নাই, তার পীর হল শয়তান।

(১৫) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا اَنْ نَتَّخِذَ مُرْشِدًا كَامِلًا نَائِبَ الرَّسُوْلِ

(১৫) হে আল্লাহ! আমাদেরকে কামেল পীর নায়েবে রাছুল গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন এবং নায়েবে শয়তান থেকে দূরে থাকার

ফরীদ আর্টের হও সংকল্প নিজের, তবেতো পাইবে কুঞ্জি খোদার প্রেমের →

وَنَجْتَنِبَ عَنْ نَائِبِ الشَّيْطَانِ(১৬)بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ–

ক্ষমতা দান করুন। (১৬) আল্লাহ তায়ালার মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন।

(১৭)اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ(১৮)قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا

(১৭) আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে মুক্তিলাভের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।(১৮) আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমি বলিলাম হে আদম (আঃ)

يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ–

তোমরা সকলে বেহেশত ভবন হতে নিম্ন দিকে চলে যাও পরে নিশ্চয় নিশ্চয়ই আমার নিকট হতে তোমার সন্তানদের কাছে রাসূল বা নায়েবে রাসূল

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

উপস্থিত হবে, যারা তাদের কাছে হেদায়েত বা শিক্ষা গ্রহণ করবে,তাদের পক্ষে কোন ভয় নাই এবং তারা শোক গ্রস্থ হবে না। আর যারা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করবে না এবং তাদের হেদায়েত অনাস্থা জ্ঞাপন করবে তারা দোজখবাসী হবে, উক্ত দোজখে চিরস্থায়ী হবে।

টীকাঃ শায়েখ ফরিদ উদ্দীন (রহঃ) বলিয়াছেন-

گرهوائے ایں سفرداری دلا + دامن رهبربگیردوپس بیا
دارارادت باش صادق ای فرید + تابیابی گنج عرفان راکلید
بے رفیقے هرکه شددر راه عشق +عمربگز شت ونشد اگاه عشق

মতলব এই যে, আল্লাহকে পাইবার ইচ্ছা থাকিলে কামেল পীর তালাশ করিয়া ধর। কেননা কামেল পীরের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন ভরিয়া পরিশ্রম করিলেও রাস্তা পাওয়া যায় না।

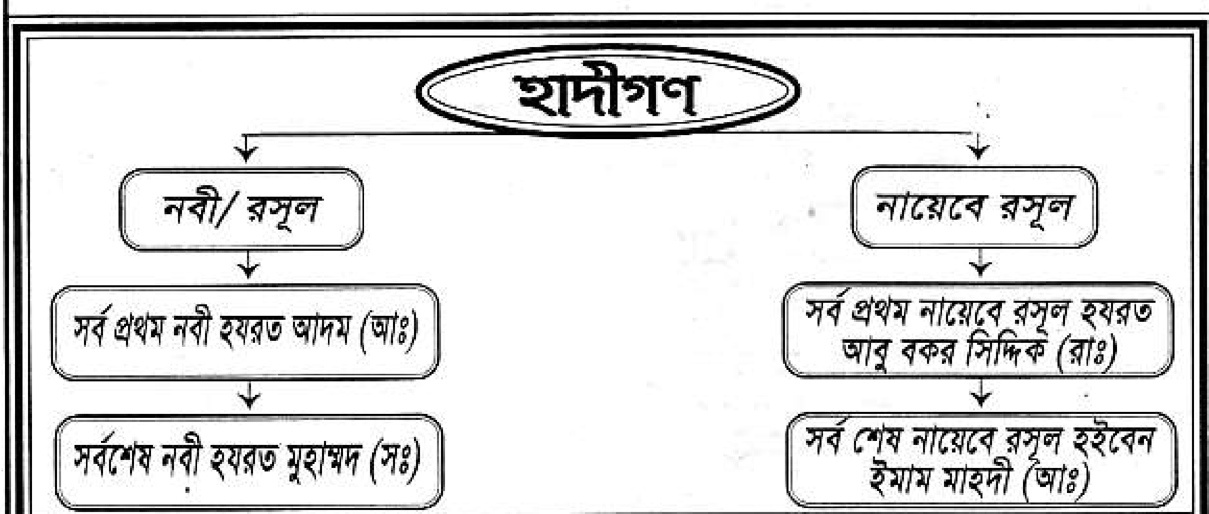

রফীক বিহনে চলে এই পথে যেজন, মঞ্জিলে পৌঁছতে না পারে হারায় জীবন,

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى التَّبْلِيْغِ الصَّحِيْحِ
সঠিক তাবলীগ প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى

(৬) اَمَّابَعْدُ- فَيَااَيُّهَا الْحَا ضِرُوْنَ عَلَيْكُمْ بِتَبْلِيْغِ الدِّيْنِ كَمَا اَمَرَاللّٰهُ

(৬) অতঃপর হে শ্রোতা মন্ডলী! আপনাদের উপর আল্লাহর বিধানমত তাবলীগ করা কর্তব্য।

اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (৭) وَاعْلَمُوْا اَنَّ التَّبْلِيْغَ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ كَمَا

(৭) জানিয়া রাখুন! তাবলীগ তিনভাগে বিভক্ত। যেমনঃ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন এবং ইমাম

اَرْشَدَاِلَيْهِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَشَرَّحَ بِذٰلِكَ اَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ- اَلْاَوَّلُ التَّبْلِيْغُ

মুজতাহেদগণ ও তার ব্যাখ্যা করেছেন। ১নং তাবলীগে খাছ ২নং তাবলীগে আম ৩নং তাবলীগে হুকমী।

اَلْخَاصُّ اَلثَّانِيْ التَّبْلِيْغُ الْعَامُّ اَلثَّالِثُ التَّبْلِيْغُ الْحُكْمِيُّ- اَلْيَوْمَ اُبَيِّنُ لَدَيْكُمْ

অদ্য আমি আপনাদের সম্মুখে তাবলীগে খাছ এবং তাবলীগে আম সম্পর্কে আলোচনা করিব।

عَنِ التَّبْلِيْغِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ الْحَقِّ - وَسَتَعْلَمُوْنَ عَنِ التَّبْلِيْغِ الْحُكْمِيِّ

আর তাবলীগে হুকমী সম্পর্কে আগামী খুৎবায় জানিতে পারিবেন, ইনশাআল্লাহ্।

আজান ও একামতের মাঝখানের দোয়া ফেরত দেওয়া হয়না। আল-হাদিস।

فِى الْخُطْبَةِ الْاٰتِيَةِ اِنْ شَاءَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (৮) اَلْاَوَّلُ التَّبْلِيْغُ الْخَاصُّ وَهُوَ

(৮) প্রথম প্রকার তাবলীগে খাছ - ইহা সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন।

فَرْضُ عَيْنٍ عَلٰى جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ - وَهُوَ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ

আর তা হল পরিবারের অধিনস্থ লোকদিগকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ

مَنْ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَنْ فِىْ بَيْتِهٖ وَاُسْرَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَىِ التَّاكِيْدُ بِتَعَلُّمِ الدِّيْنِ

কাজের নিষেধ করা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা আমলের তাকীদ প্রদান করা।

الْكَافَّةِ وَالْاَعْمَالِ بِهٖ وَهُوَ وَسِيْلَةُ الْفَلَاحِ وَذَرِيْعَةُ النَّجَاةِ فِىْ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

আর উহা পর জগতে মুক্তি লাভের এক বিরাট উছিলা।

(৯) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا

(৯) আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন- হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের জীবন এবং নিজেদের পরিবার

اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (১০) وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ

পরিজনদেরকে দোযখের ভীষন অগ্নী হতে বাঁচাও।(১১) যেমন রাসুল (সাঃ) বলেছেন- তোমরা সকলেই রক্ষক এবং

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ (১১) وَاعْلَمُوْۤا اَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ

কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে নিজেদের অধিনস্থ লোকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (১১) হে উপস্থিত

اِنَّ الْاَهْلَ وَالرِّعَاءَ يُقَدِّمُوْنَ عَلَيْكُمْ اَمَامَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الدِّيْنِ

শ্রোতা মন্ডলী জানিয়া রাখুন! নিশ্চয়ই পরিবার ও অধিনস্থ লোকগণ কিয়ামতের দিবসে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা

اِنْ تَرَكْتُمُ التَّبْلِيْغَ الْخَاصَّ وَاَنْتُمْ غَافِلُوْنَ عَنْهَا (১২) كَمَا جَاءَ فِى الْقُرْاٰنِ

দায়ের করবে যদি তোমরা গাফেল অবস্থায় তাবলীগে খাছ পরিত্যাগ কর। (১২) যেমনঃ- কুরআনে হাকীমে এসেছে-

الْحَكِيْمِ رَبَّنَا اٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَيْنِ مِنَ النَّارِ (১৩) وَكَمَا جَاءَ

অধিনস্থ লোকগন হাশরের মাঠে (যখন তাহাদের দোযখের হুকুম হইবে তখন তাহারা বলিবে) হে আল্লাহ আমাদের অভিভাবকদের ডবল শাস্তি প্রদান করুন।

فِى الْفُرْقَانِ الْحَمِيْدِ رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

(১৩) যেমনঃ- কুরআনে আরো এসেছে- জাহান্নামীগণ বলিবেন, হে আমাদের প্রভু জ্বীন ও মানুষের মধ্য হইতে যাহারা আমাদিগকে গোমরাহ্ করিয়াছে

যে আলেম ব্যক্তিকে সম্মান করে, সে যেন আমাকে সম্মান করে। (আল-হাদিস।)

نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ (১৪) اَلثَّانِىْ

অদা তাহাদিগকে আমাদের সম্মুখে হাজির কর! তাহাদের আমরা পায়ের নীচে রাখিব যেন তারা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। (অপদস্থ হইয়া যায়)।

اَلتَّبْلِيْغُ الْعَامُ وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَهُوَ اِنَّمَا حَقُّ عُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِيْنَ

(১৪) দ্বিতীয় প্রকার তাবলীগে আম আর তা হল ফরজে কেফায়া আর উহা একমাত্র মোহাক্কেক

اَلْكَامِلِيْنَ فَقَطْ - اَلَّذِيْنَ قَدْحَصَلُوْا حُقُوْقَ وَشَرَائِطَ نَائِبِ الرَّسُوْلِ

আলেমদের কাজ, যাহারা নায়েবে রাসুল হওয়ার শর্ত অর্জন করিয়াছেন।

(১৫) وَهُوَ تَبْلِيْغُ وَدَعْوَةُ الْاِسْلَامِ اِلٰى كَافَّةٍ وَعَامَّةِ النَّاسِ وَدَعْوَةٌ اِلَى اللّٰهِ

(১৫) আর তাহলো সর্ব সাধারণকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাওয়াতি দেওয়া আল্লাহর দিকে আহবান করা।

(১৬) وَهُوَ لَيْسَ عَلٰى عَامَّةِ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (১৭) فَفِىْ زَمَانِنَا قَدْخَرَجَتْ

(১৬) ইহা সর্ব সাধারণের কাজ নয়। (১৭) বর্তমান যমানায় একটি বাতিল ফেরকাহ্ আমতাবলীগ করার জন্য বাহির

فِرْقَةٌ بَاطِلَةٌ فِىْ سَبِيْلِ التَّبْلِيْغِ الْعَامِّ وَهُمْ جَاهِلُوْنَ عَنِ الدِّيْنِ الْكَافَّةِ

হইয়াছে তাহারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ তারা শয়তানের হাতের পুতুল। (১৮) কেননা আল্লাহ তায়ালা তাবলীগে আম

وَهُمْ اَصْنَامٌ فِىْ اَيْدِى الشَّيَاطِيْنَ (১৮) لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اَمَرَ

করার জন্যএকটি নির্দিষ্ট দলকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আর তাহারা হল হক্কানী ওলামায়ে কেরাম।(১৯) যেমনঃ

لِلتَّبْلِيْغِ الْعَامِّ طَائِفَةً خَاصَّةً وَهُمُ الْعُلَمَاءُ الْكَامِلُوْنَ (১৯) كَمَا جَاءَ فِىْ

কুরআনে এসেছে— মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক হওয়া দরকার যাহারা মঙ্গলের

الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

দিকে আহ্বান করিবে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করিবে।

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (২০) اِنْ خَرَجَ اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ لِلتَّبْلِيْغِ الْعَامِّ قَبْلَ حُصُوْلِ

(২০) যদি কেহ শর্ত আদায়ের পূর্বে তাবলীগে আম করার জন্য বাহির হয় তাহলে

الشَّرَائِطِ فَضَلَّ نَفْسَهُ وَاَضَلَّ الْمُخَاطِبِيْنَ اَجْمَعِيْنَ (২১) كَمَا قَالَ سَيِّدُ

সে নিজেও গোমরাহ হইবে এবং সমাজকেও গোমরাহ্ করিবে।(২২) যেমন টি হাদীসে এসেছে যখন দুনিয়ায় আর

اَلْبَشَرِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ

শরীয়াত মোতাবেক কোন আলেম বাকী থাকিবে না। তখন (শেষ যামানায়) মানুষ গণ মূর্খদেরকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করিবে, তাহারা

النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا (২২) وَلٰكِنْ

বিনা ইলেমে ফতুয়া দিবে ইহাতে তাহারা নিজেরাও গোমরাহ হইবে এবং সমাজকেও গোমরাহ করিবে। (২২) কিন্তু

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (২৩) كَمَا قَالَ النَّبِىُّ

কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সত্যের উপরে থাকিবে (২৩) যেমন–নবী করিম (সঃ) বলেছেন–আমিই শেষ নবী আমার

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَلَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى

পরে আর কোন নবী নাই। তিনি আরও বলেছেন; আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর অবিচল থাকিবে। যাহারা

الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ

তাহাদের বিরোধিতা করিবে তাহারা উহাদের কোনই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না, কিয়ামত আসা পর্যন্ত।

(২৪) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا اَنْ نَتَعَلَّمَ التَّبْلِيْغَ الصَّحِيْحَ وَالْعَمَلَ بِهَا

(২৪) হে আল্লাহ, আমাদেরকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সঠিক তাবলীগ শিক্ষা ও আমলের তৌফিক দান করুন।

بِالصِّدْقِ وَالْاِيْقَانِ (২৫) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

(২৫)আল্লাহ তায়ালার মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকেও আপনাদিগকে দান করুন।(২৪)আমি আল্লাহতায়ালার

(২৬) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (২৭) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ

নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২৬) তোমরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, বিশ্ব

اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ–

মানবের কল্যাণের জন্যই তোমাদের আত্মপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হল সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা

শ্রমিকের মাথার ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা পরিশোধ করে দাও।

اَلْخُطْبَةُ عَلَى التَّبْلِيْغِ الصَّحِيْحِ

সঠিক তাবলীগ প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (٣) مَنْ يَّهْدِي اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ

(٤) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

(٥) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى ۝

(٦) اَمَّابَعْدُ -فَيَاۤ اَيُّهَا الْخُلَّانُ فِي الدِّيْنِ اِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّ التَّبْلِيْغَ

(৬) অতঃপর হে দ্বীনি বন্ধুগণ! নিশ্চয়ই আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, তাবলীগ তিনভাগ, তাবলীগে খাছ,

ثَلَاثَةُ اَقْسَامٍ فِي الْخُطْبَةِ الْمَاضِيَةِ اَلتَّبْلِيْغُ الْخَاصُّ وَالتَّبْلِيْغُ الْعَامُّ

তাবলীগে আম, তাবলীগে হুকমী, গত খুৎবায় আপনারা তাবলীগে খাছ ও তাবলীগে

وَالتَّبْلِيْغُ الْحُكْمِيُّ وَقَدْ عَلِمْتُمْ عَنِ التَّبْلِيْغِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ- اَلْيَوْمَ

আম সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছেন। অদ্য আমি আপনাদের সম্মুখে তাবলীগে হুকমী

اُبَيِّنُ لَدَيْكُمْ عَنِ التَّبْلِيْغِ الْحُكْمِيِّ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ

সম্পর্কে আলোচনা করিব। আর উহা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

(٧) وَهُوَ الْمُسَاعَدَةُ وَالنُّصْرَةُ وَالْاِعَانَةُ لِنَائِبِ الرَّسُوْلِ فِي

(৭) তাবলীগে হুকুমী হলো জানে-মালে নায়েবে রাছুলকে (হাদীকে) দ্বীন প্রচার কাজে সাহায্য সহযোগীতা করা।

বিস্তারিত জানার জন্য তাবলীগ ৫ খন্ড কিতাব পাঠ করুন।

اِشَاعَةِ الدِّيْنِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ اَجْمَعِيْنَ (৮) كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

(৮) যেমনঃ- টি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- তোমরা আল্লাহর সাহায্য কারী হয়ে যাও।আর তাবলীগে হুকমী পরজগতের

كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ وَهُوَ وَسِيْلَةٌ عَظِيْمَةٌ وَذَرِيْعَةٌ كَبِيْرَةٌ لِلنَّجَاةِ

নাজাতের একটি বিশেষ উছিলা বা মাধ্যম। (৯) যেমনঃ- রাসুল (সঃ) বলেছেন-হাশরের মাঠে দোজখবাসীরা কাতার

وَالْفَلَاحِ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ (৯) كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ-

বাঁধিয়া দাড়াইয়া যাইবে। জান্নাতবাসী একজন লোক কাতারের মধ্য দিয়া বেহেস্তের দিকে গমন করিতে থাকিবে।

يُصَفُّ اَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ

ইহাতে দোজখবাসী একজন লোক বলিবে সাহেব! আপনি আমাকে চিনেন কি? আমি আপনাকে এক গ্লাস পানি পান

يَافُلَانُ اَمَا تَعْرِفُنِىْ اَنَا الَّذِىْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِىْ

করাইয়াছিলাম। অপর এক ব্যক্তি বলিবে আমি আপনাকে এক দিবসে ওযুর পানি দিয়া সাহায্য করেছিলাম।

وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُمَا فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

জান্নাতবাসী সেই ব্যক্তি তাহাদের জন্য শাফায়াত করিবে তাহারা শাফায়াতের উছিলায় বেহেস্ত ভবনে দাখিল হয়ে যাবে।

(১০) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا اَنْ نَتَعَلَّمَ التَّبْلِيْغَ الصَّحِيْحَ وَالْعَمَلَ بِهَا

(১০) হে আল্লাহ, হে স্নেহময়ী, হে দাতা, আমাদেরকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সঠিক তাবলীগ শিক্ষা ও আমলের

بِالصِّدْقِ وَالْاِيْقَانِ (১১) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

তৌফিক দান করুন। (১১) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন।

(১২) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (১৩) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

(১২)আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ

(১৩) হে মুমিণ গণ! তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যকারী হয়ে যাও। (হে মোহাম্মদ (সঃ) আপনি আপনার উম্মতগণের কাছে সাহায্য তলব করুন) যেরূপ হযরত ইসা

مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ

(আঃ) তাঁহার উম্মত হাওয়ারীনদের কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন যে- কে আছ আমাকে সাহায্য করিতে পার? হাওয়ারীনেরা বলিয়াছিলেন আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

তাবলীগ
(কুরআন ও দ্বীন প্রচার)

তাবলীগে খাছ
অধীনস্থ লোকদিগকে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা। (পূর্ণাঙ্গদ্বীন শিক্ষা ও আমলের তাকিদ প্রদান করা।

↓

ফরজে আইন

তাবলীগে আ়ম (হাকীকি)
আমভাবে কুরআন প্রচার করা। সর্ব সাধারণকে সমভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালার পথে আহ্বান করা।

↓

ফরজে কিফায়া

তাবলীগে হুক্মী
রছূল/নায়েবে রছূল গণকে দ্বীন প্রচারের কাজে টাকা পয়সা ইত্যাদি দিয়ে সর্বোতভাবে সাহায্য করা।

↓

ওয়াজিব

কুরআন, হাদীস এবং ফিক্বাহ্, তাছাওউফ তত্ত্ববিদ্ আলেম হওয়া শর্ত।

اَلْخُطْبَةُ عَلَى الْاِنْفَاقِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

মালী বন্দেগী প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ (৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ (৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-

(৬) اَمَّا بَعْدُ- فَيَآيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ

(৬) অতঃপর হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রদত্ত রিযিক হইতে তাঁর পথে ব্যয় করিতে থাক এরূপ একটি দিন আসার আগ পর্যন্ত যেদিন ক্রয় বিক্রয় থাকিবে না এবং মানুষ স্বীয় চিন্তায় অস্থির হইয়া আত্মীয় স্বজন ভুলিয়া যাইবে।

(৭) وَاعْلَمُوْآ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنَّ فِىْ اِنْفَاقِ الْمَالِ ثَلَاثَةَ مَوَاضِعَ - اَلْاَوَّلُ اَلْاِنْفَاقُ لِحِفَاظَةِ الْاَهْلِ اَلثَّانِىْ لِلْفُقَرَاءِ اَلثَّالِثُ لِاِشَاعَةِ الدِّيْنِ - اَلْاِنْفَاقُ فِيْمَا احْتَاجَ لِاَهْلِهٖ مِنَ الْاَكْلِ وَاللُّبْسِ

(৭) হে মুমিনগণ! জানিয়া রাখুন, মাল ব্যয় করার তিনটি ধারা রহিয়াছে ১নং সংসার রক্ষা খরচ, ২নং গরীব রক্ষা খরচ, ৩নং ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারে মাল খরচ করা।

১নং সংসারের জরুরী খরচ আর তাহল খোরাক, পোষাক, মহরানা আদায় করা,

وَاَدَاءِ الْمَهْرِ وَالْاِنْفَاقِ لِلْحِجَابِ وَالْبَيْتِ وَبَيْتِ الْخَلَاءِ وَالْحَمَّامِ ـ

পর্দা, ঘর, প্রসাবখানা, পায়খানা ও গোসলখানা নির্মাণের খরচ,

وَلِحُصُوْلِ عِلْمِ الدِّيْنِ وَغَيْرُ ذَالِكَ مَالَا بُدَّ لَهُ لِاَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِيْنَ ـ

দ্বীন শিক্ষা খরচ ইত্যাদি সংসারের জরুরী খরচে মাল ব্যয় করা।

اَلْيَوْمَ اُبَيِّنُ لَكُمْ عَنِ الْاِنْفَاقِ لِحِفَاظَةِ الْاَهْلِ

অদ্য আমি আপনাদের সম্মুখে সংসার রক্ষা এবং গরীব রক্ষার খরচ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَسَتَعْلَمُوْنَ عَنِ الْاِنْفَاقِ لِحِفَاظَةِ الدِّيْنِ وَلِاِشَاعَتِهِ فِىْ

আর ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারে মাল ব্যয় করা সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আগামী খুৎবায় জানিতে পারিবেন।

الْخُطْبَةِ الْاٰتِيَةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِيْنَ (٨) اَلثَّانِىْ الْاِنْفَاقُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْيَتَامٰى

(৮) ২নংঃ-গরীব, মিছকিন, ইয়াতিম ইত্যাদি অভাবীদের অভাব মোচনে মাল ব্যয় করা

وَالْمَسَاكِيْنَ وَهِىَ الزَّكٰوةُ الْمَفْرُوْضَةُ وَالْفِطْرَةُ الْوَاجِبَةُ وَصَدَقَةُ النَّذْرِ

(গরীব রক্ষা) আর তা হল যাকাত ফেতুরা, মান্নতি ছদকা,

وَثَمَنُ جِلْدَةِ الْاُضْحِيَةِ وَغَيْرُ ذَالِكَ مِنْ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

কোরবানীর চামড়া বিক্রি পয়সা ইত্যাদি মোসলমানদের অন্যান্য নফল দান।

(٩) وَاِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِتِلْكَ ثَمَانِيَةُ اَنْفَارٍ مِّنَ الْمُحْتَاجِيْنَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ

(৯) আর ইহার হকদার একমাত্র ৮ (আট) শ্রেণীর অভাবী লোক যাদের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে।

تَعَالٰى فِىْ فُرْقَانِهِ الْحَمِيْدِ - اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ

وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ

প্রয়োজন (নওমুসলিম), দাস মুক্তির জন্য, ঋণ গ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদ কারীদের জন্য এবং

বখীল যদি পৃথিবীতে দরবেশ বলিয়া মশহুরও হয় তবুও তার জন্য বেহেস্তের খবর নাই।

اللّٰهِ وَابْنَ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

মুসাফিরদের জন্য। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

(১০) وَلَا يَسْتَحِقُّ بِذٰلِكَ الْمَسْجِدُ وَالْمَدْرَسَةُ وَسُكْنُ الطُّلَّابِ

(১০) মসজিদ মদ্রাসা, ছাত্রাবাস,রাস্তাঘাট, চার-পুল ইত্যাদি ইহার হকদার নহে এবং

وَلَا مَارَةِ الشَّارِعِ وَالْقَنْطَرَةِ وَلَا يَجُوْزُ الْاِنْفَاقُ فِيْهَا بِالْيَقِيْنِ-

এগুলোতে ইহা ব্যয় করা জায়েজ নাই।

(১১) وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنَّ الْاِنْفَاقِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ

(১১) হে মুমিনগনঃ জেনে রাখুন গরীবদিগকে দান করলে

عَشْرُ اَمْثَالِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ كَمَا جَاءَ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ مَنْ جَاءَ

দশগুন ছওয়াব পাওয়া যায়। যথা কুরআনে আছে, যারা একটি পূন্যের

بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا (১২) وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ اَنْفَقْتُمْ

কাজ করবে তাদের দশগুন ছওয়াব দেয়া হবে। (১২) ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের ফান্ডগুলো ও গোরাবার ফান্ড গুলো

لِلْفُقَرَاءِ وَلِلدِّيْنِ وَلِاِشَاعَتِهٖ كَمَا حَقُّهٗ- تَجِدُوْنَ مِمَّا اَنْفَقْتُمْ

যথাযথভাবে আদায় করিয়া সংসারের জন্য যাহা খরচ করিবে উহাতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব হইবে।

لِاَهْلِيْكُمْ حَسَنَاتٍ (১৩) كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(১৩) যেমনঃ নবী (সঃ) বলেছেন, মুল কথা- ধর্ম রক্ষা ফান্ড এবং গরীবের অভাব মোচন ফান্ড। যথাযথভাবে আদায়

مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا

করার পর তুমি নিজে যে খাবার খাও তা তোমার জন্য সদ্কা, তুমি তোমার সন্তানদের যা খাওয়াও তাও

اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

তোমার জন্য সদ্কা এবং তুমি তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদ্কা।

দান গুনাহকে এমন ভাবে নিভিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।

(১৪) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا اَنْ نُنْفِقَ الْمَالَ فِىْ سَبِيْلِكَ كَمَا تُحِبُّ

(১৪) হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনি আপনার পথে মাল ব্যয় করার তৌফিক দান করুন।যেমনি আপনি ভালবাসেন,

وَتَرْضٰى يَا وَاسِعَ الْعَطِيَّاتِ (১৫) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

যেমনি আপনি পছন্দ করেন, হে বিশাল দানকারী (১৫) আল্লাহ তায়ালার মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন।

(১৬) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (১৭) اَلَّذِيْنَ

(১৬) আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا

(১৭) যাহারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করেছে তা বলে বেড়ায় না এবং (বলে) কাউকে কষ্ট দেয়না;

مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে; তাদের কোন ভয়নাই এবং চিন্তার ও কোন কারণ নেই;

اَلْخُطْبَةُ عَلَى الْاِنْفَاقِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
মালী বন্দেগী প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-

দানশীল লোকের খাদ্যই ঔষধ এবং কৃপণের খাদ্য ব্যাধি।

(৬) اَمَّا بَعْدُ- فَيَاَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ فِى الْخُطْبَةِ

(৬) অতঃপর হে উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী– আপনারা গত খুৎবায় জানিতে পারিয়াছেন যে,

الْمَاضِيَةِ اَنَّ فِى اِنْفَاقِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ مُخْتَصَّةٌ بِالْيَقِيْنِ- وَعَلِمْتُمْ

মাল ব্যয় করার বিশেষ তিনটি ধারা রহিয়াছে এবং সংসার রক্ষা ও গরীব

عَنِ الْبَذْلِ لِحِفَاظَةِ الْاَهْلِ وَ عَنِ الْاِنْفَاقِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ-

রক্ষা সম্পর্কে ও জানিতে পারিয়াছেন। অদ্য আমি আপনাদের নিকট

وَالْيَوْمَ اُبَيِّنُ لَدَيْكُمْ عَنِ الثَّالِثِ فِى الْاِنْفَاقِ لِحِفَاظَةِ الدِّيْنِ

ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারে মাল ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করিব।

وَلِاِشَاعَتِهٖ (৭) وَهِىَ الْاِنْفَاقُ مِنَ الْكَسْبِ وَمِمَّا خَرَجَتْ

(৭) ৩নংঃধর্ম রক্ষা এবং ধর্ম বিস্তারে মাল খরচ করা,আর তাহলো রোজগার ফান্ড, ফসল ফান্ড, যেমন– আল্লাহ

مِنَ الْاَرْضِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى -يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

তায়ালা বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা হালাল উপায় যাহা উপার্জন কর উহা হতে ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারে

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

দান কর। এবং আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে যা উৎপাদন করি, তার থেকে ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারে দান কর।

(৮) وَالْاِنْفَاقُ لِاِعْلَاءِ كَلِمَتِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ ذَا الَّذِىْ

(৮) এবং যুদ্ধ ফান্ড, যেমন-আল্লাহ বলেন, কে আছ আল্লাহ তায়ালাকে করজে হাসানা দিতে পার?(৯) আল্লাহর দ্বীনকে

يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (৯) وَلِحِفَاظَةِ الدِّيْنِ عَنْ حَمْلَةِ الْكُفَّارِ طَلَبَ اللّٰهُ

কাফেরদের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য আল্লাহ নিজের জন্য করজে হাসানা চাচ্ছেন। অর্থাৎ ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ

قَرْضًا حَسَنًا لِنَفْسِهٖ اَىْ لِحِفَاظَةِ الدِّيْنِ (১০) وَالْوَقْفُ لِدِيْنِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ

ফান্ড চাচ্ছেন। (১০) এবং ওয়াক্‌ফ ফান্ড, যেমন, আল্লাহ বলেন, (মূলকথা) হে ঈমাণদারগন! তোমাদিগকে আমি যে, রিজিক দান করিয়াছি উহা হতে

যৎকিঞ্চিত হইলেও আমরন যাহা সম্ভব হয় তাহা দান-খয়রাত করিতে থাক

اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ

কিছু অংশ ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য সেই দিন আসার আগ পর্যন্ত দান করিতে থাক যেই দিন ক্রয়-বিক্রয় থাকবেনা এবং মানুষ স্বীয়

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

চিন্তায় অস্থির থাকিবে আত্মীয় স্বজন ভুলে যাবে।এই আইন অমান্যকারী জালেম শ্রেণীভূক্ত হয়ে দোযখ ভোগ করবে।

(১১) وَيُمْكِنُ الْاَعْمَالُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ بِوَقْفِ الْمَالِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

(১১) কিয়ামত পর্যন্ত সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে এই আয়াতের উপর আমল করা সম্ভব।

(১২) وَالْاِنْفَاقُ بِقَبْضَةٍ مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ كَمَا قَالَ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ

(১২) এবং মুষ্টি ফান্ড, যেমন আল্লাহ বলেন, যারা তাদের মাল রাশি রাতে-দিনে, গোপনে-

يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

প্রকাশ্যে দান করে তাদের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (১৩) هٰذَا اَيْسَرُ اَنْ يُّعْمَلَ عَلَى الْاٰيَةِ الْمَذْكُوْرَةِ

তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা শোক গ্রস্থ হবেনা। (১৩) রান্না করার সময় মুষ্টি ফান্ড আদায়ের মাধ্যমে উক্ত

بِاَدَاءِ الْقَبْضَةِ عِنْدَ الطَّبْخِ مِمَّا رَزَقَنَا اللّٰهُ الْمَتِيْنُ (১৪) وَاَمَّا يَسْتَحِقُّ بِذَالِكَ

আয়াতের উপর আমল করা সহজ। (১৫) আর এই ফান্ড সমূহের হকদার একমাত্র হক্কানী আলেম নায়েবে রাসুলগণ,

اَلْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُوْنَ هُمْ نَائِبُ الرَّسُوْلِ كَمَا جَاءَ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ لِلْفُقَرَاءِ

যথাঃ কুরআনে এসেছে ঐ সমস্ত ধর্ম প্রচারকদিগকে অর্থ দান করতে হবে যারা দ্বীন প্রচার করার কারণে

اَلَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (১৬) وَاعْلَمُوْٓا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنَّ فِى

আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে।(১৬) হে মুমিনগণ জেনে রাখুনঃ ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারে দান করিলে সাতশত গুন

الْاِنْفَاقِ وَلِاِشَاعَةِ الدِّيْنِ وَلِحِفَاظَتِهٖ تَبْدَأُ الْحَسَنَةُ مِنْ سَبْعِمِأَةِ ضِعْفٍ اِلٰى مَا

হতে ছওয়াব শুরু হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বাড়াইয়া দিতে পারেন। যথাঃ আল্লাহ তায়ালা

যার একদিনের সংস্থান আছে, ভিক্ষা বা ধার করা তাহার জন্য নিষিদ্ধ।

يَزِيْدُوْنَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ- مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ

কুরআনে এরশাদ করেন- যাহারা আল্লাহর দ্বীনের পথে দান করে তাদের উদাহরণ যেন জমিনে একটি দানা

سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاَةُ حَبَّةٍ ط

বপন করা হল এবং তাতে ৭টি শীষ গজাইল প্রত্যেকটা শীষে একশত দানা বিশিষ্ট একটি ছড়া হল।

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ডবল নেকী দান করেন-আল্লাহ প্রশস্তকারী, মহাজ্ঞানী।

(١٧) وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِنْ اَنْفَقْتُمْ لِلْفُقَرَاءِ وَلِلدِّيْنِ

(১৭) ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের ফাডগুলো ও গোরাবা ফান্ড গুলো যথাযথ ভাবে আদায় করিয়া

وَلِاِشَاعَتِهٖ بِالْكَمَالِ- تَجِدُوْنَ مِمَّا اَنْفَقْتُمْ لِاَهْلِيْكُمْ حَسَنَاتٍ

সংসারের জন্য যাহা খরচ করিবে উহাতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব হইবে।

(١٨) كَمَاقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ

(১৮) যেমনঃ নবী (সঃ) বলেছেন- মুল কথা- ধর্ম রক্ষা ফান্ড এবং গরীবের অভাব মোচন ফান্ড যথাযথ ভাবে

فَهُوَلَكَ صَدَ قَةٌ وَّمَااَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ وَّمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ

আদায় করার পরে তুমি নিজে যে খাবার খাও তা তোমার জন্য সদকা, তুমি তোমার সন্তানদের যা খাওয়াও

فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَّمَااَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ

তাও তোমার জন্য সদকা এবং তুমি তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা।

(١٩) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا اَنْ نُنْفِقَ الْمَالَ فِىْ سَبِيْلِكَ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَاوَاسِعَ الْعِطْيَانِ

(১৯) হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনি আপনার পথে মাল ব্যয় করার তৌফিক দান করুন যেমন আপনি ভালবাসেন, যেমনি আপনি পছন্দ

(٢٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (٢١) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

করেন, হে বিশাল দান কারী (২০) আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি
(২২) হে মুমিনগণ! তোমরা কখনও পুরোপুরি নেকী ও ছওয়াব পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু দান করবে

প্রচুর ধন সম্পত্তির ভিতরে সুখ নেই, মনের সুখই প্রকৃত সুখ, আল-হাদিস।

اَلْخُطْبَةُ عَلٰى فَضِيْلَةِ الْاِنْفَاقِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

মালী বন্দেগীর ফজিলত প্রসঙ্গে খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ (২) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ

اَنْفُسِنَا (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

(৫) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى-

(৬) اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ لِاَنَّ فِيْهَا فَائِدَةً

(৬) অতঃপর হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক হইতে তার পথে ব্যয় করিতে থাক। কেননা উহাতে

كَثِيْرَةً فِى الدَّارَيْنِ وَهِىَ وَسِيْلَةٌ كَبِيْرَةٌ وَّذَرِيْعَةٌ عَظِيْمَةٌ لِّنَجَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

দুনিয়াও আখেরাতের অনেক কল্যাণ রয়েছে আর উহা কিয়ামতের দিবসে মুক্তি লাভের একটি বিরাট উসিলা।

(৭) كَمَا قَدْ جَاءَ فِى الْخَبَرِ مَا مِنْ يَّوْمٍ يُّصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ

(৭) যেমন হাদীস শরীফে আছে, দৈনিক দুইজন ফেরেশতা দুনিয়াতে অবতরণ করেন। তাদের একজন ঘোষণা করতে থাকেন, হে আল্লাহ

فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

ছখির (দানকারীর) মাল বৃদ্ধি করে দাও। অপরজন ঘোষণা করে হে আল্লাহ বখীলের (কৃপনের) মাল ধ্বংশ কর।

(৮) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْفِقِىْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِىْ

(৮) হযরত (সঃ) বলেছেন,খরচ করতে থাক,হিসাব করনা হিসাব করে দিতে থাকলে আল্লাহ তোমাকে হিসাব করে দিবেন। মাল বেঁধে রাখনা

فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اِرْضَخِيْ مَااسْتَطَعْتَ (৯)وَقَدْ جَاءَ فِيْ الْخَبَرِ قَالَ

তাহলে আল্লাহও বেঁধে রাখবেন যৎ কিঞ্চিৎ হলেও তোমার সাধ্যানুযায়ী দান কর।(৯) হাদীসে আছে, আল্লাহ বলেন,

اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَاابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ(১০)وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلسَّخِيُّ

হে আদম সন্তান তুমি আমার উদ্দেশ্যে আমার রাস্তায় দান কর আমিও তোমাকে দান করিব।(১০) হযরত (সঃ)

قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ-

বলেছেন, দানশীল আল্লাহর নিকটবর্তী বেহেশতের নিকটবর্তী ও মানুষের নিকটবর্তী আর দোযখ হতে দূরবর্তী।

وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ

কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা হতে দূরে,বেহেশত হতে দূরে, মানুষ হতে দূরে আর দোযখ হতে নিকটবর্তী।

النَّارِوَ لَجَاهِلٌ سَخِيٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ-

কৃপন আবেদ হতে মূর্খ দানশীল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

(১১)وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلسَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِيْ الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا اَخَذَ

(১১) হযরত (সঃ) বলেছেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি গাছ-যে ব্যক্তি দানশীল সে উহার একটি ডাল ধরল আর উক্ত ডাল তাকে

بِغُصْنٍ مِّنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِيْ النَّارِ

ছাড়বেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। পক্ষান্তরে কৃপণতা দোযখের একটি গাছ বিশেষ যে কৃপন সে যেন উহার

فَمَنْ كَانَ شَحِيْحًا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ النَّارَ

একটি ডাল ধরল। উক্ত ডালটি তাকে ছাড়বেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না, তাকে দোযখে প্রবেশ করাবে।

(১২)وَقَدْجَاءَ فِيْ الْحَدِيْثِ بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَايَتَخَطَّاهَا وَاِنَّ

(১২) হাদীস শরীফে আছে, তোমরা দান সদকার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে,কেননা বালা-মুছিবত উহাকে ডিঙ্গিয়ে

ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهٗ (১৩) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

যেতে পারেনা। আর কিয়ামতের দিন মোমেনের ছায়া হবে তার দান সমূহ। (১৩) নবী করিম (সঃ) বলেছেন-

وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্লাহ যাকে ধন সম্পদ দিয়েছেন,সে যদি উহার যাকাত আদায় না করে,তবে কিয়ামতে তার ধন-সম্পদকে নেড়ে সাপে

شُجَاعًا اَقْرَعُ -لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ثُمَّ

পরিনত করা হবে।উহার দু'চোখের উপরে দুটি হলদে দাগ থাকবে,ঐ সাপ কিয়ামতে উহার মালিকের গলা জড়িয়ে

يَقُوْلُ اَنَامَالُكَ وَكَنْزُكَ (১৪) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاتَلِفَ

ধরবে এবং দু'গাল ধরে (দংশন করতে থাকবে) এবং বলবে আমি তোমার ধন-সম্পদ আমি তোমার গুপ্তধন।

مَالٌ فِىْ بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ اِلَّا بِحَبْسِ الزَّكٰوةِ (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَامَنَعَ

(১৪) হুজুর (সঃ) বলেছেন জলে-স্থলে মানুষের যে ধন সম্পদ নষ্ট হয় তা শুধু যাকাত বন্ধ করার কারণেই হয়ে থাকে।

قَوْمٌ الزَّكٰوةَ اِلَّا حَبَسَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ (১৬) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ

(১৫) নবী করিম (সঃ) বলেছেন,কোন সম্প্রদায় যাকাত বন্ধ করলে আল্লাহতায়ালা বৃষ্টি বন্ধ করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ

থাকেন। (১৬) যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করতেছে আর উহা আল্লাহর বিধানমত খরচ করেনা।হে মুহাম্মদ (সঃ)!তুমি তাদেরকে সংবাদ শুনিয়ে দাও যে,

يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ

তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। কিয়ামতের দিন উক্ত মাল জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে।

هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (১৭) اَللّٰهُمَّ

আর বলা হবে মাল আল্লাহর বিধানমত খরচ না করার অপরাধের জন্য আজ উক্ত মালের মজা ভোগ কর। (১৭) হে আল্লাহ,

وَفِّقْنَا اَنْ نُنْفِقَ الْمَالَ فِىْ سَبِيْلِكَ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَاوَاسِعَ الْعَطِيَّانِ

আমাদেরকে আপনি আপনার পথে মাল ব্যয় করার তৌফিক দান করুন যেমন আপনি ভালবাসেন, যেমনি আপনি পছন্দ করেন, হে বিশাল দান কারী

(১৮) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ (১৯) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

(১৮)আল্লাহ তায়ালার মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন।(১৯)আমি আল্লাহতায়ালার

৭-১৫ মেশকাত শরীফ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (٢٠) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ

নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২০) হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে এরূপ

تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ

একটি মহান কাজের খবর দিব কি ? যাহার উছিলায় তোমরা আল্লাহর সমস্ত আজাব হইতে নাজাত প্রাপ্ত হইবে। সেই কাজ হইল আল্লাহ তায়ালার

اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ

উপর ঈমান আনায়ন করিয়া, আল্লাহর রাস্তায় মাল দ্বারা এবং জান দ্বারা জেহাদ করা এই জেহাদ করা তোমাদের জন্য মহা কল্যাণ। এই জেহাদের

ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

উছিলায় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের গুনাহ্ রাশি মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত ভবনে দাখিল করিয়া দিবেন।

মালী বন্দেগী

আল্লাহ্‌র বিধান মতে তিন ধারায় মাল ব্যয় করা।

১ *সাংসারীক জরুরী কাজে মাল খরচ করা।*

খোরাক, পোষাক, ঘর পর্দা, দ্বীন, শিক্ষার জন্য শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি।

২ *ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য মাল খরচ করা*

১। রোজগার ফান্ড,
২। ফসল ফান্ড,
৩। মুষ্টি ফান্ড,
৪। ওয়াক্‌ফ ফান্ড,
৫। যুদ্ধ ফান্ড।

৩ *মানুষের অভাব দূর করার জন্য মাল খরচ করা*

১। যাকাত,
২। ফিত্‌রাহ্,
৩। কোরবানীর চামড়ার মূল্য ইত্যাদি।

৮ দল লোক গোরাবা ফান্ডের হকদার ঃ

১. ফোকারা। ২. মিছ্‌কীন। ৩. আ'মেলীন। ৪. নওমুছলিম। ৫. গোলাম আজাদ কার্য্যে। ৬. কর্জ পরিশোধে। ৭. আল্লাহ্ তা'য়ালার পথে। ৮. বিদেশী মুছাফির (তাওবার-৬০ আয়াত)

বিস্তারিত জানার জন্য মালী বন্দেগী কিতাব পাঠ করুন।

اَلْخُطْبَةُ الْاَخِيْرَةُ- لِجَمِيْعِ خُطَبِ الرِّسَالَةِ

ছানী খুৎবাহ্

ইহাই প্রত্যেক খুৎবার দ্বিতীয় (শেষ) খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا

(১) সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তাআলার, আমি তাঁহারই দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহারই কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। (২) আর আমরা আমাদের নফসের কুচক্র হইতে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় কামনা করিতেছি।

(٣) مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ (٤) وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

(৩) আল্লাহ্ পাক যাহাকে হেদায়াত করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। (৪) আল্লাহ্ তাআলা যাহাকে সুপথ না দেখান তাহাকে কেহ হেদায়েত করিতে পারে না।

(٥) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ (٦) وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

(৫) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৬) আমি

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (٧) اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

আরও সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৭) আল্লাহ্ পাক তাহাকে আসন্ন ক্বিয়ামতের পূর্বে সত্য ধর্ম সহকারে সুসংবাদ-দাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

(٨) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا

(৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মান্য করিবে সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি তাঁহাদের নাফরমানী

نَفْسَهٗ - وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا (٩) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

করিবে, সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করিবে, আল্লাহ্‌র কোনও ক্ষতি হইবে না। (৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চাহিতেছি।

(١٠) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ط يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا

(১০) (তিনি এরশাদ করেনঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁহার ফেরেশতাগণ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ

(যথাক্রমে) রহমত বর্ষণ ও রহমত প্রার্থনা করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও অসংখ্য সালাম পাঠ কর।

*রিয়া সামান্য হইলেও উহা এক প্রকার শিরক - হাদিস মাজাহ।

وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ عَلَى

(১১) আয় আল্লাহ্ ! আপনি আপনার বান্দা ও রসূল হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং সমস্ত মু'মিন মুসলমান নরনারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর হযরত মুহম্মদ (দঃ) কে এবং তাঁর সহধর্মিণী ও সন্তান-সন্ততিদিগকে বরকত দান করুন।

مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ (১২) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ

(১২) নবীয়ে দোজাহান (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক কোমলমতি আবুবকর (রাঃ) এবং

اَبُوْبَكْرٍ- وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَاَقْضَاهُمْ

আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া চলার ব্যাপারে ওমর সর্বাধিক দৃঢ়, ওসমান তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক খাঁটি লাজুক এবং আলী শ্রেষ্ঠ বিচারক। ফাতেমা বেহেশ্‌তী নারীদের

عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ -وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ

সরদার ও হাসান হুসাইন বেহেশ্‌তী যুবকদের সরদার। আর হামযাহ আল্লাহ্‌র বাঘ ও তাঁহার রাসূলের বাঘ।

اَهْلِ الْجَنَّةِ - وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ (১৩) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ

(১৩) আয় আল্লাহ্! আপনি (হযরত) আব্বাস (রাঃ) ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিদিগকে যাহেরী-বাতেনী সর্বতোভাবে মা'ফ করুন। যেন একটি

وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لَّاتُغَادِرُ ذَنْبًا (১৪) اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ

গুণাহও বাদ না পড়ে। (১৪) সাবধান ! সাবধান !! তোমরা আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে খোদাকে ভয় করিও। আমার পরে তোমরা তাঁহাদিগকে

لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْۢ بَعْدِيْ- فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ

শত্রুতার লক্ষ্যস্থল বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে তাহা আমার প্রতি ভালবাসার দরুনই তাঁহাদের ভালবাসিবে এবং তাঁহাদের প্রতি

اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ (১৫) وَخَيْرُ اُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

বিদ্বেষ পোষণ করিবে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ থাকার দরুন তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে। (১৫) আমার (এই বর্তমান) সময়কাল

ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ (১৬) وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ - مَنْ اَهَانَ

উম্মতগণই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তৎপর তাঁহাদের পরবর্তী যামানার উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ, তৎপর তাঁহাদের পরবর্তীকালের উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ। (১৬) ন্যায়বিচারক রাষ্ট্রনায়ক

سُلْطَانَ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ (১৭) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার ছায়াস্বরূপ। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়োজিত রাষ্ট্রনায়ককে অপমান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অপমানিত করিবেন।

*নিশ্চই জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম - সুরা মুদাসসির।

وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ج

(১৭) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে ন্যায় বিচার, এহসান ও আত্মীয়স্বজনদিগকে সাহায্য দানের নির্দেশ দিতেছেন এবং যাবতীয় অশ্লীল, অন্যায় ও অসৎ কাজ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (১৮) وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ*

হইতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে নছীহত করিতেছেন, যেন তোমরা সদুপদেশ লাভ কর। (১৮) আমি তোমাদের প্রতি নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে

كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

দিয়েছি। যাহাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হও। যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য এমন একজন রাসূল যিনি তোমাদের নিকট

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (১৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে তোমাদের আকাইদকে দুরস্ত করবেন এবং অন্তর সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তোমাদের অন্তরকে পবিত্র করিবেন এবং ফিক্বহ এর

اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ

মাসয়ালা সমূহ শিক্ষা দিবেন এবং এমন এমন বিষয় সমূহ শিক্ষা দিবেন যাহা তোমরা এই রাসূল আসার পূর্বে জানতে না। (১৯) হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (২০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ

ইসলামের ভিতরে পুরাপুরি ভাবে দাখিল হও। আংশিকে থাকিওনা। কেননা আংশিকে থাকা শয়তানের পথ। শয়তানের পদাংক অনুস্মরণ করিও না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (২০) হে বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা, আল্লাহকে সঠিকভাবে ভয় কর এবং তোমরা

اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (২১) فَاذْكُرُوْنِىْۤ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ

পূর্ণ মুসলমান না হইয়া– (আকাইদ, ফিক্বাহ তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া) মরিয়া যাইও না। (২১) অতএব তোমারা এই তিন ভাগ ওয়ালা রাসূলকে ও পরিপূর্ণ দ্বীনকে গ্রহণ করিয়া পূর্ণ মুসলমান হইয়া আমাকে স্মরণ কর। তাহলে আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করব।

- ❑ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা চালু করিবে ইহার জন্য তাহার কাজের বিনিময় রহিয়াছে এবং তাহার পরে যাহারা এই কাজ করিবে তাহাদের সওয়াব ও রহিয়াছে। অথচ ইহাতে তাহাদের সওয়াবের কিছু কম করা হইবে না। এইরূপে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রিতি স্থাপন করিবে তাহার জন্যও তাহার কাজের গুনাহ এবং পরে যাহারা এই কাজ করিবে তাহাদের পাপের একাংশও তাহার জন্য রহিয়াছে। অথচ ইহাতে তাহাদের পাপের কিছু হ্রাস করা হইবেনা। (আল হাদীস)।
- ❑ যে তাহার ভাইকে (কোন মুসলমানকে) এমন পরামর্শ দিয়েছে যে, সে ভালোভাবে জানে যে, কল্যাণ উহার অপর দিকে সে তাহার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে। (আল হাদীস)।

* সৎকাজে ও আল্লাহকে ভীতির ব্যাপারে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগীতা কর।

اَلْخُطْبَةُ الْمُخْتَصَرَةُ لِلْجُمُعَةِ

জুমআর সংক্ষিপ্ত পহেলা খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ

(১) আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা ব্যতীত

وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ (٢) وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ

আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। (২) আখেরী নবী, রাসুল শ্রেষ্ঠ পাপীর মুক্তিকামী

خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَعَلٰٓى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার পুণ্যবান আওলাদ পবিত্র আছহাব ও সমস্ত অনুবর্তিগণের

وَاَصْحَابِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ - وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ - (٣) يَاۤاَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ -

প্রতি আল্লাহ পাক করুণা দান করুন। (৩) হে মোসলমানগণ! আল্লাহ আপনাদিগকে সাহায্য করুন। আপনারা

نَصَرَكُمُ اللّٰهُ - اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের এবং আপনাদের নেতার তাবেদারী করুন। সর্বদা আল্লাহর হুকুম পালন করুন

وَدُوْمُوْا عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَاجْتَنِبُوْا عَنْ نَّهْيِهٖ فَاِنَّ فِيْهِ خَيْرَ الدَّارَيْنِ -

ও তাঁহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে দূরে থাকুন, কেননা তাহাতেই উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত আছে।

(٤) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالذِّكْرِ

(৪)আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন এবং আমাদিগকে ও আপনাদিগকে ঐ কুরআন শরীফ দ্বারা উপকৃত করুন।

الْحَكِيْمِ - (٥) اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ

(৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাদাতা, সদয়াবান, সর্বময় কর্তা, উপকারী নরম দেল ও দয়ালু।

*যে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম সেই পরিপূর্ণ মু'মিন।

اَلْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ الْمُخْتَصَرَةُ لِلْجُمُعَةِ

জুমার সংক্ষিপ্ত ছানী খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَ حَبِيْبِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

(১) আমরা আল্লাহরই প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য চাহিতেছি। আর আমরা আল্লাহর দোস্ত হযরত (দঃ) ও তাঁহার আওলাদ এবং সমস্ত সংগীগণের উপর দুরূদ

اَجْمَعِيْنَ. (٢) يَآ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ خَذَلَ اللّٰهُ اَعْدَآئَكُمْ - اِعْمَلُوْا

পাঠাইতেছি! (২) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তায়ালা আপনাদের শত্রুগণকে লাঞ্ছিত করুন।

الْاَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ وَاتَّقُوْا عَنْ جَمِيْعِ الْمَعَاصِيْ وَالذُّنُوْبِ. (٣) وَاجْمَعُوْا

আপনারা নেক্‌কাজ করুন আর সকল গোনাহের কাজকে ভয় করুন। (৩) এবং

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى لِلْعُقْبٰى (٤) وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ التَّوَّابِ - وَاسْتَغْفِرُوْهُ

আখেরাতের জন্য কল্যাণকর পরহেজগারীর সম্বল সংগ্রহ করুন। (৪) আর আল্লাহর নিকট

اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِالصَّوَابِ - (٥) وَاذْكُرُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا - (٦) اِنَّ ذِكْرَ

খাঁটি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি সমস্ত কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন। (৫) তাহাকে

اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَكْبَرُ ۝

সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করুন। (৬) নিঃসন্দেহে আল্লাহর যিকির মহান, মহোন্নত, সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট অত্যাবশ্যক, গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম কার্য।

* তোমাদের মধ্যে হইতে সে ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, যাহার চরিত্র ভাল।

اَلْخُطْبَةُ لِعِيْدِ الْفِطْرِ

ঈদুল ফিৎরের খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْطَانَا التَّوْفِيْقَ لِاَدَاءِ حُقُوْقِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে ধৈর্য্য ও খোদাভীরুতা সহকারে রমযানের

نَهَارِهٖ وَقِيَامِ لَيْلِهٖ وَالصَّبْرِ وَ الْاِتْقَانِ. (২) اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

দিবসে রোজা ও রাত্রিতে নামায আদায় করিবার তৌফিক দান করিয়াছেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, অংশীবিহীন আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। এই সাক্ষ্য দ্বারা

وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً قَائِلُهَا عَتِيْقٌ مِّنَ النِّيْرَانِ. (৩) وَاَشْهَدُ

সাক্ষ্য দাতা দোযখ হইতে মুক্তি পায়। (৩) আরও আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে,-হযরত

اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ مُرْسَلٌ اِلَى

মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, তিনি মানব এবং জ্বীনের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন।

الْاِنْسِ وَ الْجَانِّ- (৪) اَيُّهَا الْخِلَّانُ - اِنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ-

(৪) বন্ধুগণ! আপনাদের এই ঈদের দিনটি বড়ই সম্মানিত দিন। ইহাতে সৎলোকগণের

عِيْدٌ لِّلْكَرِيْمِ وَ وَعِيْدٌ لِّلَّئِيْمِ - (৫) يَوْمُ التَّهْنِئَةِ وَيَوْمُ التَّعْزِيَةِ-

শান্তি এবং অসৎলোকদের অশান্তি। (৫) ইহা যেমন অভিনন্দনের দিন, আবার তেমন

وَتَعْزِيَةٌ لِّمَنْ مَضٰى عَنْهُ رَمَضَانُ مَشْكُوْرًا- تَهْنِئَةٌ لِّمَنْ اِنْقَضٰى عَنْهُ

অপমানেরও দিন। যাহারা রোযার হক আদায় করিয়াছে ইহা তাহাদের অভিনন্দনের দিন, আর যাহারা রোযা ছাড়িয়া দিয়াছে তাহাদের অপমানের দিন।

مَهْجُوْرًا- (৬) فَاحْمَدُوْا رَبَّكُمْ عَلٰى اِسْتِكْمَالِ صَوْمِكُمْ وَكَبِّرُوْهُ

(৬) কাজেই আপনারা যে রোযা আদায় করিতে পারিয়াছেন সে জন্য আল্লাহর নির্দেশ মত

كَمَا اَمَرَ - (৭) وَاَنْفِقُوْا مِنْ خَالِصِ الْاَعْمَالِ

তাহার প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করুন। (৭) আর খাঁটি হালাল উপার্জনের কতকাংশ আল্লাহর

* হারামের উপার্জন দ্বারা যে শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহা কখনও বেহেশ্তে যাইবেনা।

وَطَيِّبِ الْكَسْبِ وَالْحَلَالِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اِذَا كَانَ

জন্য খরচ করুন। (৮) রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,-ঈদুল ফিৎরের দিন ফেরেশতাগণ

يَوْمُ عِيْدِ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى اَبْوَابِ الطُّرُقِ - فَنَادَوْا

রাস্তার মুখে মুখে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন,-হে মুছলিম! নেক কাজের

اُغْدُوْا يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى رَبٍّ كَرِيْمٍ - يَمُنُّ بِالْخَيْرِ ثُمَّ يُثِيْبُ

ক্ষমতাদাতা ও উহাতে ছওয়াবের আধিক্যদাতা প্রতিপালক আল্লাহর নিকটে অতি শীঘ্র চল।

عَلَيْهِ الْجَزِيْلَ - (৯) لَقَدْ اُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ - وَاُمِرْ تُمْ

(৯) তোমাদিগকে রাত্রে এবাদত করার হুকুম করা হইয়াছে এবং তোমরা ইহা করিয়াছ, আর

بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ رَبَّكُمْ فَاقْبِضُوْا جَوَائِزَكُمْ-

দিবসে রোযা রাখিতে বলা হইয়াছে তোমরা উহা রাখিয়াছ এবং তোমাদের পালন কর্তাকে খাওয়াইয়াছ (অর্থাৎ তাহার নির্দেশ মত গরীব দুঃখীকে খাওয়াইয়াছ) আজ তাহার পুরস্কার

(১০) فَاِذَا صَلَّوْا نَادٰى مُنَادٍ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ - فَارْجِعُوْا

গ্রহণ কর। (১০) তারপর মুছলমানগণ ঈদের নামায পড়ে, তখন একজন ফেরেশতা

رَاشِدِيْنَ اِلٰى رِحَالِكُمْ - فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ وَيُسَمّٰى ذٰلِكَ الْيَوْمُ فِى

উচ্চস্বরে বলে, তোমাদিগকে তোমাদের প্রভু ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন,এখন তোমরা পুন্যময় দেহ মন লইয়া তোমাদের ঘরে ফিরিয়া যাও। এই দিনটি পুরস্কারের দিন,-

السَّمَاءِ يَوْمَ جَائِزَةٍ - رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ - (১১) وَقَدْ جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ

আকাশে এই দিনের নাম উপহার দিবস।-তিবরাণী। (১১) হাদীসে আছে-ঈদের দিনে

الشَّرِيْفِ-كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ

রাসুলুল্লাহ (দঃ) এক পথে ময়দানে যাইতেন আর অন্য পথে ফিরিয়া আসিতেন -

خَالَفَ الطَّرِيْقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ - (১২) وَقَدْ جَاءَ فِى الْخَبَرِ فَرَضَ

বুখারী। (১২) হাদীসে আছে,-রোযাকে অনর্থক অশ্লীল কথা-কাজ হইতে পাক করিবার

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ-طَهَارَةً لِّلصِّيَامِ مِنْ

ও মিছকিনগণের আহার্য্যের বন্দোবস্ত করার জন্য রাসুলুল্লাহ (দঃ) ছদকায়ে ফিৎর ওয়াজেব

ছালাত মানুষকে মন্দ কথা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে যতক্ষণ সে নামাজে থাকে।

اَللَّغْوِ وَالرَّفَثِ - وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنَ- (১৩) فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ

করিয়াছেন। (১৩) যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে ফিৎরা দিবে সে আল্লাহর মঞ্জুরীকৃত

فَهِىَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ

একটি ছদকার ছওয়াব পাইবে, আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে আদায় করিবে সে একটি সাধারণ

رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (১৪) وَفِى الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ - فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ছদকার ছওয়াব পাইবে। -আবু দাউদ। (১৪) রাসুলুল্লাহ (দঃ) খেজুর যবের ১ ছা' (ছা'

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ

৩ কেঃ১৮০ গ্রাঃ) ও গমের ময়দার বা আটার অর্দ্ধ ছা' (অর্দ্ধছা'=১ কেঃ ৫৯০ গ্রাঃ) ফেৎরার পরিমান

صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرًّا وَمَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ-

নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উহা প্রত্যেক আযাদ, ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলেরই আদায়

رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ- (১৫) يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَعَنْ مَمْلُوْكِهٖ -وَعَنْ اَوْلَادِهٖ

করিতে হইবে। (১৫) পুরুষ ঈদের দিন ফজরের সময় মালিকে নেছাব হইলে তাহার নিজের

الصِّغَارِ اِذَا مَلَكَ نِصَابًا- وَقْتَ طُلُوْعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ - وَتُخْرِجُ

ক্রীতদাসের ও নাবালেগ সন্তানের পক্ষ হইতে ফিৎরা আদায় করিবে, আর নারী কেবলমাত্র

الْمَرْاَةُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَطْ (১৬) وَيَنْبَغِىْ لَكُمْ اَنْ تَصُوْمُوْا سِتَّةً

নিজের ফিৎরা আদায় করিবে। (১৬) শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা আপনাদের উচিত।

مِّنْ شَوَّالٍ فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ اَجْرًا وَمِنْ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ - (১৭) قَالَ

উহাতে বহু ছওয়াব আছে এবং উহা উৎকৃষ্ট আমল সমূহের অন্যতম। (১৭) রাসুলুল্লাহ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ- مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ

(দঃ) বলিয়াছেন,-যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখিয়া ঈদের দিনের পর শওয়াল মাসে

كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ- (১৮) وَقَدْ مُنِعَ صِيَامُ خَمْسَةِ

ছয়টি রোযা রাখিবে, সে পূর্ণ বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব পাইবে।-মুসলিম। (১৮) পাঁচ দিন

اَيَّامٍ يَوْمُ عِيْدِ الْفِطْرِ وَعِيْدِ الْاَضْحٰى - وَثَلَاثَةِ اَيَّامٍ بَعْدَهٗ-

রোযা রাখা নিষিদ্ধ-ঈদুল ফিৎর, ঈদুল আযহা, ঈদুল আযহার পরের তিন দিন।

*হে ঈমানদার গণ: তোমরা সবর কর এবং সবরের প্রতিযোগিতা কর- (কুরআন)

(١٩) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ – (٢٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

(১৯) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে ও আপনাদিগকে দান করুন। (২০) বিতাড়িত শয়তানের প্রতারণা হইতে বাঁচিবার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (২) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ-وَ رَاَيْتَ النَّاسَ

প্রার্থনা করিতেছি। (২১) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসিবে এবং আপনি দেখিবেন যে

يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا-

দলে দলে লোক আল্লাহর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করিতেছে, তখন আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী।-কুরআন।

اَلْخُطْبَةُ لِعِيْدِ الْاَضْحٰى
ঈদুল আযহার খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ

(১) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, তাঁহার জন্য সমস্ত

الْحَمْدُ – (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَوَحِّدِ بِالْعَظْمَةِ وَالْجَلَالِ – وَالْمُتَقَدِّسِ

প্রশংসা। (২) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহরই যিনি প্রভাব প্রতিপত্তির একমাত্র মালিক, পূত-পবিত্র

بِالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ – (٣) وَهُوَالَّذِىْ خَالِقٌ لِّجَمِيْعِ الشَّيْئِ وَالْاَمْرِبِيَدِهٖ

সৌন্দর্যের অধিকারী-চির সুন্দর। (৩) তিনি সমস্ত সৃষ্টির এবং কাজের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা

مَفَاتِيْحُ الدَّهْرِ – فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ – (٤) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا

কালের কুঞ্জিকা তাঁহারই হাতে। কাজেই এমন বিশ্ব-পালক আল্লাহ মহামহিয়ান। (৪) আল্লাহ

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (٥) سُبْحَانَ مَنْ اَوْجَبَ

সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা! (৫) আমি সেই

যখন ব্যক্তি অন্যের ধ্বংস কামনা করে তখন তার নিজের সর্বনাশ অনেক বেশী হয়ে যাবে

صَلٰوةَ الْعِيْدِ عَلٰى كَافَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ بَيْنَ الْكَائِنَاتِ-وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الصَّوْمَ

আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি যিনি বিশ্বের মুসলমানের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব করিয়াছেন ও পাঁচ

فِى خَمْسَةِ اَيَّامٍ يَوْمِ عِيْدِ الْاَضْحِيَّةِ وَثَلَاثَةِ اَيَّامٍ بَعْدَهٗ مُتَتَالِيَاتٍ وَيَوْمِ

দিনের রোজা মুছলমানের প্রতি হারাম করিয়াছেন। কোরবনীর দিন ও তৎপরবর্তী তিন দিন, আর ঈদুল

الْفِطْرِ ضِيَافَةً مِّنْ عِنْدِهٖ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (٦) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

ফিৎরের দিন, এই দিন মুছলমান নর-নারীর প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার জিয়াফত। (৬) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ব্যতীত

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (٧) سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَ

আর কোন মা'বুদ নাই, তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (৭) আমি ঐ আল্লাহরই সমস্ত পবিত্রতা

لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرَضُوْنَ السَّبْعُ وَالْعَرْشُ الْعَظِيْمُ - وَالْكَعْبَةُ

বর্ণনা করিতেছি, যাহার মহিমা গাহিতেছে সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন, সম্মানিত আরশ,

الْحُسْنَاءُ وَالرُّكْنُ وَالْحَطِيْمُ - وَالزَّمْزَمُ وَالْمُلْتَزَمُ وَمَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ

পূণ্য নিকেতন, কা'বা শরীফ, হাতীম, যমযম কূপ, মোলতাযাম ও মাকামে ইব্রাহীম।

(٨) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(৮) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা

(٩) سُبْحٰنَ مَنْ تَقَدَّسَ ذَاتُهٗ عَنِ التَّشْبِيْهِ وَالتَّمْثِيْلِ سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ صِفَاتُهٗ

(৯) আমি তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি সমকক্ষতা ও তুলনার উর্দ্ধে আর যাহার

عَنِ التَّغْيِيْرِ وَالتَّبْدِيْلِ-(١٠) سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ عَلَى الْبَرَايَا بِالْكَرَمِ

গুণাবলী পরিবর্তন হয় না। (১০) সেই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি

وَالْجُوْدِ- وَتَكَفَّلَ بِاَرْزَاقِ الْعِبَادِ لِاَنَّهُ الْمَلِكُ الْمَعْبُوْدُ - (١١) وَنَشْهَدُ

সৃষ্টি সমূহকে দান ও বখশিশ দ্বারা স্নেহ দেখাইয়াছেন। আর নিজে সর্বময় মালিক ও উপাস্য হইয়া তাহার বান্দাগণের রিযিকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। (১১) আমরা সাক্ষ্য

দুনিয়াতে বসবাস করবে এমনভাবে যেন তুমি একজন পথ অতিক্রমকারী পথিক।

اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

দিতেছি যে, অংশীবিহীন এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, আর

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ (١٢) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। (১২) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি ব্যতীত আর

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (١٣) اُوْصِيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ -

কোন মা'বুদ নাই, তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (১৩) হে উপস্থিত জনমণ্ডলী!

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ بِشَرْطِ الْاِسْتِطَاعَةِ وَاَوْجَبَ

আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়া আপনাদের সামর্থের শর্তে আপনাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন এবং কোরবানী ওয়াজেব করিয়াছেন। কাজেই আপনারা উহা

الْاُضْحِيَةَ لُطْفًا وَكَرَمَةً فَاجْعَلُوْهَا بُرَاقًا وَمَطِيَّةً لِيَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ

আদায় করিয়া দুঃখ ও লজ্জার দিবসের (কেয়ামতের) বোরাক ও ছওয়ারী সংগ্রহ করুন।

(١٤) رُوِىَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ

(১৪) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে-রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর সংগীগণ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىُّ - قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- কোরবানী কি জিনিষ? উত্তর করিলেন- ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর ছুন্নত। ছাহাবীগণ বলিলেন-ইহাতে আমাদের কি ফল

اِبْرَاهِيْمَ - قَالَ فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হইবে? উত্তর করিলেন-কোরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের বদলে এক একটি নেকী

قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ - (١٥) سَمِّنُوْا ضَحَايَاكُمْ فَاِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ

পাইবে। (১৫) আপনারা সবল ও মোটা-তাজা পশু কোরবানী করুন, কেননা উহা

مَطَايَاكُمْ - وَلَاتَذْبَحُوْا عَجْفَاءَ وَلَاعَرْجَاءَ وَلَاعَوْرَاءَ وَلَامَقْطُوْعَةَ الْاُذُنِ

পুলছিরাতে আপনাদের ছওয়ারী হইবে। আপনারা কৃশ, পংগু, চক্ষুহীন ও কান কাটা

وَلَوْ وَاحِدَةً – (১৬) فَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ شَاةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَكَرًا

পশু কোরবানী করিবেন না, যদি একটিও কাটা হয়। (১৬) প্রত্যেকের জন্য একটি

اَوْ اُنْثٰى اَوْ سُبُعُ الْبَقَرَةِ اَوِ الْاِبِلِ – (১৭) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ

ছাগ বা ছাগী অন্যথায় গরু কিংবা উটের সপ্তমাংশ। (১৭) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি ব্যতীত

اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (১৮) وَكَبِّرُوْا عَقِيْبَ

আর কোন মা'বুদ নাই, তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (১৮) আর আপনারা আরাফার দিনের

الصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ عَنْ فَجْرِ عَرَفَةَ اِلٰى عَصْرِ الثَّالِثِ مِنْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

ফজর হইতে আইয়ামে তাশরীকের শেষ আছর পর্যন্ত ফরজ নামাজের পরে তাকবীর বলিবেন।

(১৯) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ – (২০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

(১৯) আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাদিগকে/ আপনাদিগকে দান করুন।
(২০) বিতাড়িত শয়তানের প্রতারণা হইতে বাঁচিবার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – (২১) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآئُهَا

প্রার্থনা করিতেছি। (২১) কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছিবে না বরং

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ –

কুরবানীর ভিতর দিয়া তোমাদের তাকওয়া-পরহেজগারী বা আল্লাহ ভীতিই আল্লাহর নিকট পৌঁছিবে। –কুরআন।

দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিল প্রতি বছর ৭, ৮ ও ৯ই ফাল্গুন এবং ২১, ২২ ও ২৩শে কার্তিক

ও

মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিল প্রতি বছর আষাঢ় ও ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার

নিশ্চই যারা ঈমান এনেছে ও আমলে জাহেরী বাতেনী করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ভাল।

বিবাহের খুৎবাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ
فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ-
مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا
نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا -يَآاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً-
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآئَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ-اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-
يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّاوَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.
يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ
اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيْمًا- (اِيْجَابْ قَبُوْلْ) بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ
الْخَيْرِ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا-

দাড়িয়ে নামাজ পড়বে, যদি তাতে অসমর্থ হও তবে বসে পড়বে, তাও না পারলে শুয়ে পড়বে,

১৪ পৃষ্ঠার টীকাঃ হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) তাঁর তাকাশশুফ কিতাবের নতুন ছাপা ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে,

هر مسلمان پر بعد تصحيح عقائد واصلاح اعمال ظاهرى فرض هے كه اپنے اعمال باطنى كى اصلاح كرے قران مجيد مين بےشمار ايات اور حديث مين بے انتها روايات اسكى فرضية پرصراحة دال هين گو اكثراهل ظاهر بسبب پابندى هوأ وهوس دلالة سے غافل هين

মূলকথাঃ- প্রত্যেক মুসলমানের উপর আকায়েদ হাসিল করার পর আমলে জাহেরী দুরস্ত করা এবং আমলে বাতেনী দুরস্ত করা ফরজ। কুরআন মজিদের ভিতরে অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস শরীফে অগনিত রেওয়ায়েত হইতে কলবের এছলাহ ফরজ বলে ছাবেত আছে। অধিকাংশ আহলে জাহের খাহেশে নাফসানীর তাবে থাকায় উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত হইতে বেখবর রহিয়াছে।

২০ পৃষ্ঠার টীকা ঃ মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের জখিরায় কেরামত কিতাবের প্রথম খন্ডের নবম পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

كنوين مين اگر بلى مرے اورسڑے اور پهولےنهين توبلى كو كنوين سے نكال پهينك كے ساته ڈول پانى كنوين كانكال ڈالے كنوان پاك هوجاوے اور اگربلى كنوين مين پڑى رهے توپانى نكالنا كچه فائده نه كرے اسيطرح سے جبتك نفس كاتزكية نه هو گ كوئى ذكر اورعبادت اور مراقبة فائده نه كريگا

কূপের ভিতরে বিড়াল মরিয়া থাকিলে উহা যদি ফুলিয়া পচিয়া গলিয়া না থাকে তবে কূপ থেকে ষাট (৬০) ডোল পানি উঠাইয়া ফেলিলে কূপ পবিত্র হইয়া যায়। কিন্তু মরা বিড়াল না তুলিয়া পানি ফেলিয়া দিলে কোন ফায়দা হয় না। তদ্রুপ অন্তরকে কু-রিপুসমূহ হইতে পবিত্র না করিয়া অর্থাৎ অন্তরে কু-রিপুসমূহ থাকা অবস্থায় যে কোন জিকির ও ইবাদত এবং মোরাকাবা করিবে উহাতে ফায়দা (উক্ত ব্যাপারে উপকার) হইবে না।

১১ পৃষ্ঠার টীকা ঃ মোছাল্লামুছছবুত কিতাবের হাশিয়াতে লিখা আছে-

اِعْلَمْ اَنَّ اَلْفِقْهَ فِى الزَّمَانِ الْقَدِيْمِ كَانَ مُتَنَا وِلاً لِعِلْمِ الْحَقِيْقَةِ وَهِىَ عِلْمُ الْاِلٰهِيَاتِ وَعِلْمُ الطَّرِيْقَةِ وَهِىَ مَبَاحِثُ الْمُهْلِكَاتِ وَالْمُنْجِيَاتِ وَعِلْمُ الشَّرِيْعَةِ الظَّاهِرَةِ-

মূল অর্থঃ মোতাকাদ্দেমিনের যামানায় আকাঈদ, তাছাওউফ ও আহকামে জাহেরী এই তিন চিজের সমষ্টির নাম ছিল ফিকাহ।

৩৫ পৃষ্ঠার টীকা ঃ মাওলানা রুম সাহেবের মসনবীতে লিখা আছে-

كامل گرخاك گيردزر شود * ناقص ارذربرد خاكستر شود* دست نافص دست شيطان نست دبو* زاكه اندر دم تلبيس ربو* چون قبول حق بودان مرداست* دست اودر كارها دست خداست

মূল অর্থঃ কামেলের হাতে একটি মাটির চাকা পরিলে স্বর্ণের চাকায় পরিণত হয়। আর নাকেসের হাতে স্বর্ণের চাকা পরিলে মাটির চাকায় পরিণত হয়। অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান বিহীন একজন লোক যদি কামেলের হাতে বা'য়াত হয়, তবে সে কামেল পীরের তা'লীম তালকীনে ধর্মজ্ঞান বিশিষ্ট লোক হইয়া যায়। আর কিছু ধর্ম জ্ঞান বিশিষ্ট একজন লোক যদি নাকেসের হাতে বা'য়াত হয় তবে নাকেস পীরের শিক্ষায় ধর্মজ্ঞান লোক হইয়া যায়।

নাকেসের হাতে বা'য়াত যেমন শয়তানের হাতে বা'য়াত হওয়া। কেননা নাকেস পীর সে নিজেই শয়তানের ধোকা জালের মধ্যে আবদ্ধ আছে। এখন তাহার হাতে যে ব্যক্তি বা'য়াত হইবে সে ব্যক্তিও শয়তানের ধোকাজালে আবদ্ধ হইয়া যাইবে। আর কামেলের হাতে বা'য়াত হইয়া যেমন আল্লাহর হাতে বা'য়াত হওয়া। কারণ কামেল পীর শয়তানের ধোকাজাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ আছে। এখন যে ব্যক্তি তাহার হাতে বা'য়াত হইবে সে ব্যক্তিও শয়তানের ধোকাজাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শরীয়তের কানুনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যাইবে।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন
ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

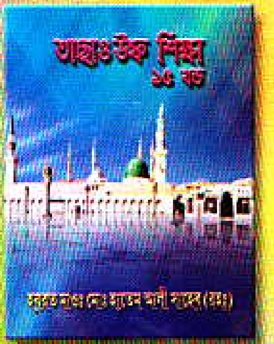

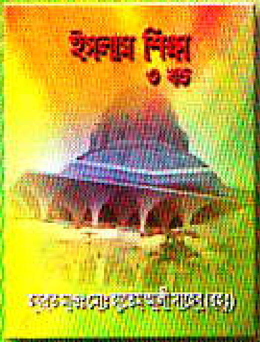

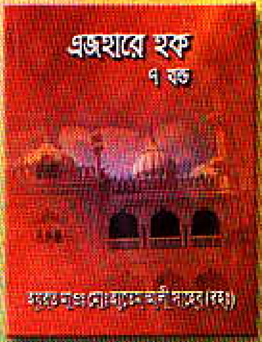

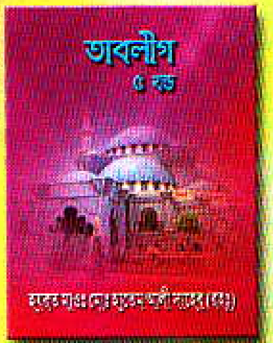

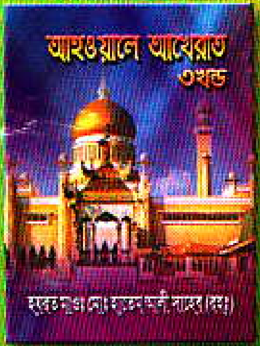

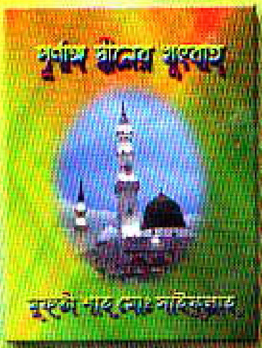

দুধল তাছাওউফ দরবার
পোঃ দুধল মাদ্রাসা
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন

Cover Design: Evan Chowdhury, GRAPHIC ZONE, Purana Paltan, Tel: 9565052, 7170210